ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 December 2021 ■ আগরতলা ২০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ■ ৪ পৌষ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা শহরে চোরের দৌরাত্ম্য পুলিশের নাইট পেট্রোলিং নিয়ে প্রশ্ন

দুই মাসে উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছয়বার চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজধানীর অন্যতম বনেদি স্কুল উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে আবারও দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। রবিবার সকালে চুরির ঘটনাটি নজরে আসে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অলক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন গত দু'মাসে স্কুলে ছয়বার চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর এসব চুরির ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবক মহল।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ সহ অন্যান্য জরুরী কাজে সকালবেলা তিনি স্কুলে আসেন। স্কুলে এসেই লক্ষ করেন প্রধান শিক্ষকের কক্ষে দরজার তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে। চুরি করে নিয়ে যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার, সিপিইউ সহ অন্যান্য সামগ্রী। চুরির ঘটনার বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার এর কোন খবর নেই। প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন এখনো পর্যন্ত গত দু'মাসে ছয়বার চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ এইসব চুরির ঘটনার কোনো কিনারা করতে পারেনি। পুলিশ এসব ব্যাপারে সদর্থক কোন ভূমিকা নিতে না পারায় অভিভাবক মহল থেকেও তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয় এর মধ্যেই স্কুলে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘিরে বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অলক ভট্টাচার্য জানান বিদ্যালয়টি চারদিক অসুরক্ষিত। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে না। স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য স্থানীয় জনগণ এবং অভিভাবক মহল থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

এদিকে আমতলী থানা এলাকার সেকেরকোট বাজারে একটি মোবাইল ফোন বিক্রয় কেন্দ্রে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। দোকানের মালিকের নাম গোপাল দাস।রাতে দোকানের দরজার তালা ভেঙে চোর ভিতরে ঢুকে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে।সকালবেলা স্থানীয় জনগণ এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতা পুর নির্বাচনেও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ পুনর্নির্বাচনের দাবীতে রাজভবনে গেল বিজেপি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.)।। রবিবার পুরভোট নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়ের সঙ্গে দেখা করেন শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে এসেই শুভেন্দু হুমকির সুরে বলেন, 'ছাপ্পা ভোট, বুথ জ্যাম, সিসিটিভি কাগজ গিয়ে মুড়িয়ে দেওয়ার ১৫০ থেকে ২০০টি ফুটেজ আমার কাছে রয়েছে। আগামী ২৩ তারিখ পুরো নথি সহ এই সব তুলে দেব।' একই সঙ্গে তিনি ফের পুরসভা ভোটের দাবিও তুলেছেন।

আজ, রবিবার সল্টলেকে নিজের বাড়িয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা আটকে ছিলেন শুভেন্দু। সেই ক্ষোভও উগড়ে তিনি। অভিযোগ করে বলেন, 'এই রাজ্যে ন্যূনতম গণতন্ত্র নেই। ভোট লুট হয়েছে। কলকাতার ২০ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। বাকিটা ছাপ্পা-রিগিং। নির্বাচন কমিশন তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে।' তৃণমূলের বহিরাগত ইস্যু তুলে আক্রমণ করতে পিছপা হননি বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, লুট করার জন্যই এসব তৃণমূলের কৌশল।' নামিয়ে এনেছে। রাজ্যপালকেও নিরাপত্তারক্ষী ছাড়া ভোট দিতে

রবিবার কলকাতা পুর ভোট চলাকালীন একটি বুথের সামনে গোলমাল নিয়ন্ত্রণে পুলিশ। ছবি-ট্যুইটার।

'এর আগে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের বহিরাগত বলেছিল তৃণমূল। আজ, রাজ্যের মানুষদেরও বলছে। আসলে ভোট

শুভেন্দুর অভিযোগ, কলকাতা পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে শাসকদল পুরভোটকে প্রহসনের পর্যায়ে যেতে হয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ পেয়েছি। শুভেন্দুর কথায়, 'বাংলায় কীভাবে ভোট লুট হয়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিমনায় চা বাগানে উদ্ধার নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। সিমনার মেগলিবন্দ এলাকায় চা বাগান থেকে নিখোঁজ এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অনুপ ওরাং। বাড়ির চা বাগান এলাকাতেই। রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন চা-বাগান এলাকার একটি কুয়োতেমৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই চা বাগান এলাকায় শ্রমিক ও অন্যান্য লোকজনের ভিড় জমান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং সুন্দর টিলা আউটপোস্ট এর পুলিশকে।খবর পেয়ে দমকল বাহিনী এবং আউটপোস্ট এর পুলিশ ছুটে এসে সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রানিরবাজারে সিপিএমের সভায় বাইক বাহিনীর হামলা, আহত বহু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রানির বাজার এলাকায় সিপিআইএমের এক কর্মীসভায় শাসক দলের দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। তাতে বেশ কয়েকজন সিপিআইএম কর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আবার অনেকেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসতে সাহস পাচ্ছেন না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রানির বাজার এলাকায় তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার সকালে রানির বাজার এলাকায় সিপিআইএম কর্মীরা একটি বাড়িতে কর্মী সভায় মিলিত হন। খবর পেয়ে শাসক দল বিজেপির বাইক বাহিনী১৫/২০টি বাইক নিয়ে সিপিএমের কর্মীসভায় হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্র ইটপাটকেল লাঠিসোটা ইত্যাদি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। কর্মীসভায় হামলা চালানোর ফলে বেশ কয়েকজন সিপিআইএম কর্মী রক্তাক্ত হয়েছেন। আচমকা কর্মীসভায় হামলা চালানোর ফলে হতভম্ব হয়ে পড়েন বিরোধী দলের কর্মী সমর্থকরা।

ঘটনা সংঘটিত করে নির্বিবাদে তারা এলাকা থেকে চলে যায়। হামলাকারীরা চলে যাওয়ার পর বেশ কয়েকজন চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। ঘটনার খবর পেয়ে সিপিআইএমের নেতা মানিক দে এবং পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস জিবি হাসপাতালে ছুটে যান। তারা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে।

পশ্চিম জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে।অবিলম্বে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করে শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার জন্য সিপিএমের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং শাসক দলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে।দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে রাজ্যে বিরোধী দলের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে।পরপর এসব হামলা হুজ্জোতি ও সন্ত্রাসের ঘটনায় বিরোধী দলসহ সাধারন মানুষ জন রীতিমতো আতঙ্কের মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছেন।

খয়েরপুরে যান দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু পুলিশকর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের খয়ের পুর বাস বাজার এলাকায় পথদুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশকর্মীর নাম আশিস দেববর্মা। তিনি এ এস আই পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ছিলেন ওয়ারলেস অপারেটর।

তার বাড়ি গাবর্দী। কর্মস্থল মান্দাই।সকাল সোয়া নয়টা নাগাদ বাড়ি থেকে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে খয়ের পুর বাঁশ বাজার এলাকায় একটি দ্রুতগামী ট্রিপার গাড়ি তার বাইককে সজোরে ধাক্কা দেয়। গাড়ির ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন পুলিশ কর্মী আসিস দেববর্মা। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও দমকল বাহিনীকে খবর দেন।

পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আসিস দেববর্মাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সহকর্মীর মহল এবং তার আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে স্থানীয় জনগণ গাড়িটি আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ দফা দাবিতে আগরতলায় গণঅবস্থান কর্মচারী সমন্বয় সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। ১০দফা দাবিতে রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে তিন ঘন্টার গণ-অবস্থান সংঘটিত করেছে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী সমন্বয় সমিতি। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতে এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই রবিবার গণঅবস্থান পালন করা হয়। গণ-অবস্থান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বলেন দু''দফা জাতীয় দাবি এবং ৮ দফা স্থানীয় দাবিতে গণঅবস্থান পালন করা হয়।

দাবি গুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বপন বলেন এনপিএ বাতিল করে পূর্বেকার পেনশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।বর্তমান কেন্দ্রীয়

সরকার চালু করে পেনশন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার তীব্র বিরোধিতা করেন সমন্বয় সমিতির নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক স্বপন বল আরও বলেন শক্তি প্রথার নিয়োগ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। যাদেরকে এখনো পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে ফরেস্ট রেঞ্জারের ভূমিকায় ক্ষোভ বালি পরিবহণের গাড়ি চালকদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ ডিসেম্বর।। জোলাইবাড়ীর কাকুলিয়া ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় জাতীয়সড়ক অবরোধে বসে মালবাহী যান চালক ও শ্রমিকরা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ীর বালু বোঝাই গাড়ীগুলি প্রতিনিয়ত কাকুলীয়া বনদপ্তরের রেঞ্জার শিবু দাসের দ্বারা হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে এমনটাই অভিযোগ।

বালু বোঝাই যানচালকরা জানান বিগত দিনে বালু বোঝাইকরে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়তের জন্য বনদপ্তর থেকে ভাট্টাইল কাটলে ৩ থেকে ৪ ঘন্টা সময় দেওয়াহতো। বর্তমানেনাকি জেলার বনদপ্তর আধিকারিক সেই সময় সীমা কমিয়ে ৩০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা করেছেন। বালিগুলি যদি লোকালে কোনোগ্রাহককে দেওয়াহয় তাহলে ৩০ মিনিট সময় এবং বাইরে কোনোগ্রাহককে দিলে ১ ঘন্টা সময় দেওয়াহচ্ছে। এতেকরে বালি বোঝাই যান চালকরা ও শ্রমিকরা বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহচ্ছে। সকলের অভিযোগ বনদপ্তর থেকে ভাট্টাইল কেটে নদীরঘাটে গিয়ে গাড়ীতে বালি বোঝাই করতেই বনদপ্তরের দেওয়া সময়সীমা শেষ হয়েযায়। পরবর্তী সময় বালি বোঝাই করে নিতে গেলেই রেঞ্জার শিবু দাস গাড়ী আটক করে রাখছে। অপরদিকে যান চালকদের অভিযোগ জোলাইবাড়ীতে একটি মাত্র বালি তোলার লাইসেন্স রয়েছে। যারমধ্যে উনারকাছে পর্যাপ্ত পরিমানে বালিনেই। অন্যত্র থেকে বালি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের কৃষি আধিকারিক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের আত্মসন্তুষ্টির উর্ধে উঠে কাজে মনোনিবেশন করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশের পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে চিরাচরিত চাষাবাদের বদলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ও উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে সমিতির মরণিকার আবরণও উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। সংগঠনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫১ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত কৃষি আধিকারিকদের সাথেও রাজ্যে ক'ষিক্ষেত্রের সাফল্য, অগ্রগতি ও বিভিন্ন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় করেন।

কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষক কল্যাণে নিযুক্ত আধিকারিক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ রাজ্যের প্রাথমিক ক্ষেত্রের ভিতকে সুদৃঢ় করার অন্যতম কারিগর। রাজ্যের কৃষি আধিকারিক ও কৃষি বিজ্ঞানীদের আত্মসন্তুষ্টির উর্ধে উঠে প্রাথমিক ক্ষেত্রের বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে মনোনিবেশ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক চাষ পদ্ধতির বদলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রের বিকাশে গবেষণা সহ সফল কৃষকদের সাথে নিয়মিত আলোচনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির নয়া কৌশল নিরূপণ করা দরকার। মুখ্যমন্ত্রী স্থির করা নির্ধারিত লক্ষ্যে কতটা সাফল্য আসছে তা নিরূপণ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের সঠিক ব্যবস্থাপনার ফলে ধানের প্রতি কেজি সহায়কমূল্য হতে চলেছে ১৯ টাকা ৪০ পয়সা। প্রতি মাসে কৃষকদের আয় ৬,৫৮০ টাকা থেকে বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১১,০৯৩ টাকা। ক'ষক কল্যাণে বর্তমানে গুচ্ছ প্রকল্পের সুফল হিসেবে এখন আর জমি পতিত থাকছে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদি অর্থকরী ফসল চাষের ফলে লাভের মুখ দেখছেন অন্নদাতাগণ। আনারস, সুগন্ধি লেবু, কাঁঠাল, পান, তেঁতুল সহ অন্যান্য কৃষিজ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরতার পথ খুঁজে পেয়েছেন কৃষকগণ।

রাজ্যে তৈরি হওয়া আনারস নির্ভর বাণিজ্যিক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গতানুগতিক পদ্ধতির বাইরে গিয়ে নির্ধারিত জমিতে অধিক চারা রোপণ সহ অসময়েও আনারস উৎপাদনের মাধ্যমে বেড়েছে গড় ফলনের পরিমাণ। ক'ষকদের সাথে জমিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে নিজেদের অভি'তা বিনিময়ের মাধ্যমে ও ড্রোন টেকনোলজি সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে এক্ষেত্রে আরও অগ্রগতি আনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৭৫ ▫ ২০ ডিসেম্বর ২০২১ ইং ▫ ৪ পৌষ ▫ সোমবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

দূষণের কুফল ও মানব সভ্যতা

পরিবেশ নানা কারণে দূষিত হইতেছে। পরিবেশ দূষণের মারাত্মক আঘাত জনমানবে পড়িতেছে।পরিবেশের দূষণ থেকে সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এর বিষয়ে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবেশ এখন নানাভাবে দূষিত হইতেছে। বায়ু দূষণ, জল দূষণ, শব্দ দূষণ সহ নানা ভাবে পরিবেশ দূষিত হইতেছে।দূষণের হাত হইতে সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করিতে হইবে মানুষকে সচেতন হইতে হইবে। জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে রাষ্ট্রপুঞ্জ দাবি করিয়াছে যে, এই দশকেই বিশ্বের তাপমাত্রা বাড়িয়া যাইবে প্রায় দেড় ডিগ্রী। অর্থাত মনুষ্য জীবনের জন্য ঘনাইয়া আসিয়াছে বিপদ।

সোমবার ১৯৫ টি সদস্য দেশকে নিয়া জলবায়ু পরিবর্তনের বৈঠকের স্বচ্ছ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যানেল।

সেপ্টেম্বরের ১৪ তারিখ থেকে নিউ ইয়র্কে শুরু হইয়াছে রাষ্ট্রসংঘের ৭৬তম সাধারণ সভার অধিবেশন। চলে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বিশ্বের মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, রুশ রাষ্ট্রনেতা ভ্লাদিমির পুতিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ অনেকেই আন্তর্জাতিক মঞ্চটিতে ভাষণ দিয়াছেন। করোনা মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন, সন্ত্রাসবাদ ও আফগানিস্তান-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে সেখানে। এবার বিশ্ব দরবারে দাঁড়াইয়া পরমাণু নিরস্ত্রীকরণে জোর দিয়াছে ভারত। সেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা পৌঁছিয়া দিয়াছেন বিদেশ সচিব শ্রিংলা।২৬ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রবিবার ছিল "International Day for The Total Elimination of Nuclear Weapons"। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘে বিদেশ সচিব শ্রিংলা বলিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়াছেন যে ভারত নতুন ভাবনাচিন্তার জন্য উন্মুক্ত। প্রাচীন ঋগ্বেদে বলা হইয়াছে, সমস্ত দিক থেকে ভাল চিন্তা আসুক। পরমাণু অস্ত্রবিহীন বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে ভারত সমস্ত সদস্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করিবে।'উল্লেখ্য, নিজেদের আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার লাগাতার বাড়াইয়া চলিয়াছে পাকিস্তান ও চিন। এহেন পরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া ভারতকে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইতেছে। কিন্তু তবুও রাষ্ট্রসংঘে শ্রিংলা জানাইয়াছেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রথম পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার না করিবার সিদ্ধান্তে অনড় ভারত। সব মিলাইয়া, এদিন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে যে ছবি রহিয়াছে তাহা আরও উজ্জ্বল । সার্বিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই পরিবেশ দূষণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব। এ বিষয়ে জনগণকে আরো সচেতন হইতে হইবে।অন্যথায় দূষণের কবলে পরিয়া গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

দুধনৈয়ে বুনো হাতির তাণ্ডব, সৌভাগ্যবলে রক্ষা পেল শিশু সহ এক পরিবার

দুধনৈ (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত দুধনৈয়ের প্রত্যন্ত গ্রামে বুনো হাতির বিশাল এক দল গত কয়েকদিন ধরে নানা ধরনের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ তাণ্ডবের শিকার হয়েছে নবগ্রামের এক পরিবার। হাতির হামলা থেকে সৌভাগ্যবলে রক্ষা পেয়েছে শিশু সহ গৃহকর্তা কমল বসুমতারির পরিবারের সদস্যরা।

জানা গেছে, গত কয়েকদিনের মতো গতকাল রাতে নবগ্রামে হানা দিয়েছিল প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি বুনো হাতির একটি বিশাল দল। হাতির দল গ্রামের বাসিন্দা জনৈক কমল বসুমতারির বাড়িতে হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। রাতে তখন সকলে নিদ্রাচ্ছন্ন। এই অবস্থায় হাতির দল প্রথমে যে ঘরে কমল বসুমতরির স্ত্রী ঘুমিয়েছিলেন, সেই ঘরে আক্রমণ করে। এর পর তারা বাড়ির অন্য তিনটি ঘর ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। হাতির দল যখন এক এক করে ঘর ভাঙছিল, তখন পরিবারের সব সদস্য ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। বাইরে বিশাল সংখ্যার হাতি। ভয়ে বের হতে পারছিলেন না। এরই মধ্যে কোনও রকমে প্রায় সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে নিরাপদ স্থানে চলে যান। কিন্তু মায়ের ঘরে রয়ে যায় শিশুটি। এক সময় ঘরটিকে ভেঙে ফেলে তারা। বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালিয়ে ঘরের ভিতরে মজুত চাল ও ধান খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। হাতির দল কমলবাবুর রান্নার ঘরকেও ছেড়ে কথা বলেনি। ভয়ংকর তাণ্ডব চালিয়ে কমল বসুমতারির বাড়িকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে চলে যায় গজরাজ বাহিনী। যাওয়ার আগে হাতির পাল কমল বসুমতারির বাড়ির ফসল, গাছ-গাছালি খেয়ে ভেঙে তছনছ করে গেছে।

হাতির দল চলে গেলে আজ ভোরের দিকে স্থানীয় মানুষজনের সাহায্যে ঘরের ভিতর থেকে শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

বাম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খানের গাড়িতে হামলা, প্রতিবাদে খিদিরপুরে পথ অবরোধ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার সকাল থেকেই শহর ব্যস্ত পুরভোট নিয়ে। পুরভোটের মাঝেই শহরের নানান প্রান্তে উতপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরই মাঝে বাম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খানের গাড়িতে হামলার অভিযোগ।প্রতিবাদে খিদিরপুরে পথ অবরোধ বামেদের।

পুরভোট চলাকালীন শহর জুড়ে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা উঠে এসেছে। তাতে আক্রান্ত হলেন খিদিরপুরের অন্তর্গত ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাম প্রার্থী ফৈয়াজ আহমেদ খান। অভিযোগ ভোটগ্রহণ চলকালীন একদল বহিরাগত সেখানে ঢুকে পড়ে। এরপর তাদের সামনে পড়ে জখম হন ফৈয়াজ। তাঁর পায়ে চোট লাগে বলে অভিযোগ। ফৈয়াজের গাড়িতেও ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।এই ঘটনার প্রতিবাদে খিদিরপুরে ফৈয়াজের নেতৃত্বে বাম সমর্থকরা রাস্তা অবরোধ শুরু করেন।

তাঁর অভিযোগ, সমাজবিরোধীরা অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছাপ্পা ভোট করাচ্ছে তৃণমূল। প্রতিবাদ করতে গেলেই মারধর করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। নিষ্ক্রিয় পুলিস প্রশাসন। তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে কমিশন। একইসঙ্গে সিপিএম প্রার্থী পুনর্নির্বাচন দাবি তুলেছেন। রাস্তা অবরোধের কারণে খিদিরপুর মেন রোড এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন বিশাল পুলিস বাহিনী।রবিবার ভোট গ্রহণ চলছে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে। সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড আশান্তির জেরে রবিবার এক বিরল ঐক্যের সাক্ষী থাকল কলকাতা। কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও ভোটে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে বিজেপি-সিপিআইএম-কংগ্রেসের কর্মীদের একত্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা গেল উত্তর কলকাতার বড়তলা থানার সামনে। এই তিন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা একসঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তারস্বরে সুর চড়াল।

জানা গেছে, এদিন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বুথে বুথে ছাপ্পা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন এই তিন দলের কর্মী—সমর্থকরা। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মোহনকুমার গুপ্ত ভোট লুঠ করছে। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, এই অভিযোগ তুলে বড়তলা থানার সামনে চলে আসেন সিপিআইএম এবং কংগ্রেস প্রার্থী। সেখানে যোগ দেন বিজেপি প্রার্থীও। তখনই তিন দলের মিলিত প্রতিবাদ চলতে থাকে।

সাম্প্রতিক অতীতে বাম-কংগ্রেস এই দুই দলকে অঘোষিত জোটের মাধ্যমে পথে নামতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু স্মরণাতীত কালের মধ্যে সিপিএম, কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপি-র এক সঙ্গে আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। যা এক বিরল ঘটনা বলাই বাহুল্য।

শীতের ছোট ছুটিতে বেড়িয়ে আসুন চিল্কায়

দিলীপ পাল

খুব অল্প সময়ে হাতে নিয়ে যদি এক সুন্দর স্বপ্ন সফর সেরে আসচে চান তাহলে চলুন ভেসে চিল্কার বুকে। আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার পুরী, খুরদা রোড ও গঞ্জাম এই তিনটে জেলার সীমানা জুড়ে বয়ে চলা ভারতের এই বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদটি এককথায় অসাধারণ। পান্নার মতো সবুজ বেশ কয়েকটি দ্বীপ জেগে রয়েছে এই হ্রদটির বুকে। আর কী বিচিত্র তাদের নাম সবুজ দ্বীপ, হানিমুন দ্বীপ, ব্রেকফাস্ট দ্বীপ। সময় করে একবার যদি যান তাহলে নিশ্চিত বলতে পারে রূপসী চিল্কার কোমল বুকে দুরন্ত ঢেউ তুলে একের পর এক যখন এইসব দ্বীপগুলি পার হবেন, তখন এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চে, মোহিনী মাদকতায় করে উঠবে আপনার মন।

হ্যাঁ, কী ভাবছেন? কীভাবে যাবেন? আপনি প্রথমে পুরী কিংবা জগন্নাথ এক্সপ্রেস ট্রেন (হাওড়া থেকে) ধরে চলুন ভুবনেশ্বর। ওখান থেকে লোকাল ট্রেন ধরে ঘণ্টা দেড়েকে পৌঁছান দক্ষিণ পূর্ব শাখার বালুগাঁওতে। ছোট্ট নিরিবিলি রেল স্টেশন, স্টেশনের পশ্চিমপ্রান্তে এসে হাঁটতে থাকুন। মাত্র মিনিট দশকে এর মধ্যে পৌঁছে যাবেন চিল্কা। লঞ্চঘাট।

এই জায়গাটি খুবই মনোরম। সামনে চিল্কার বিপুল জলরাশি, দূরে দিগন্তজোড়া পাহাড়শ্রেণি। এ দৃশ্যের তুলনা কোথায়? হ্যাঁ এখানে থাকা ও যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটা হোটেল আছে। তবে হোটেলে না থেকে বরং এগিয়ে চলুন। দেখবেন লঞ্চঘাট সার সার যন্ত্রচালিত নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। ওই একটা ভাড়া নিন। ১৫-২০ জনের দল একটি নৌকায় যেতে পারেন। তবে নৌকার ভাড়া একটু দারদাম করে নেবেন। তবে নৌকায় ওঠার আগে খাওয়া দাওয়া সেরে উঠে বসুন নৌকায়। বালুগাঁও ছেড়ে স্বচ্ছ জলের বুকে উন্মত্ত ঢেউ তুলে এগিয়ে যাবে আপনাদের জলযান। দূরে তাকালে দেখবেন গিদন্তরেখায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাহাড়শ্রেণি। সিত্যই প্রথম প্রেমের মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকার মতো দৃশ্য। জলও পাহাড়ের এই মনমাতানো ছবি দেখতে দেখতে প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর পৌঁছে যাবেন কালীমাই দেবীর মন্দিরে। দেবী কালীকা এই মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই মন্দিরটিতে প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্ত আসেন দেবীদর্শনে। পরিবেশটিও সুন্দর মন্দিরের পাশে উঁচু টিলাটিতে উঠে একবার চিল্কার দিকে তাকান দারুণ লাগবে। মন্দির দেখা সাঙ্গ করে আবার উঠে বসুন নৌকায়। এবার যেতে হবে নলবন। অসংখ্য পরিযায়ী পাখির বাস এই নলবনেতে। প্রতিবছর শুধু শীতকালেই প্রায় দশ লক্ষ পরিযায়ী পাখি এখানে এসে সাময়িক আস্তানা গেড়ে আবা শীত ফুরালে ফিরে যায় নিজের জায়গায়। সুদূর সাইবেরিয়া ওইরান থেকেও প্রচুর পাখি আসে এখানে। বক, পেলিক্যান, মাছরাঙা, কে নেই সেই দলে? নৌকা করে যাবার পথে দেখতে পাবেন অজস্র পাখি ভেসে আছে চিল্কার বুকে। দেখে মনে হবে কে যেন রাশি রাশি কাগজ ভসিয়ে দিয়েছে জলে। আপনার নৌকা দ্রুত এগিয়ে আসছে দেখে ওরা যখন ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে পাড়ি দেবে তখন সেই অনির্বাচনীয় দৃশ্য দেখে চোখ ফেরাতে পারবেন না কিছুতেই। আর যদি দৃশ্যটিকে একবার ক্যামেরাবন্দি করতে পারেন তাহলেতো কথাই নেই সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে। মনের আনন্দে জলের বুকে ভেসে দু'চোখ ভরে পাখির ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে আরও ঘণ্টা খানেক চলার পর পৌঁছে যাবেন নলবন। ওখানে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে, নলবন যাবার পথে অগভীর জলের ভিতর প্রচুর জলজ উদ্ভিদেরও দেখা পাবেন আপনি।

নলবন দেখা সাঙ্গ করে আপনি দিন সাতপাড়ার পথে, কেননা ওখানেই হবে একদিনের মতো যাত্রাবিরতি যেতে যেতে আপনি দেখতে পাবেন চিল্কার বুকে ভেসে আছে অসংখ্য জলে নৌকো। চিল্কাই হচ্ছে ওদের ঘরবাড়ি, জীবনও জীবিকা। বেঁচে থাকার জন্য কী কঠিন এদের জীবন সংগ্রাম, দেখতে দেখতে এগিয়ে চলুন। হঠাৎ দেখবেন আপনি ডলফিন সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়েছেন। জলের ভিতর কী অবলীলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। মাঝে মধ্যে নবপরিণীতা কনে বধূর মতো লাজুক মাথাটা সামান্য তুলে আপনাদের অভিবাদন জানাবে। সত্যিই সে এক মজার দৃশ্য। মাঝিকে বলুন কিছু সময় নৌকায় ইঞ্জিন বন্ধ রাখতে। তারপরে প্রাণভরে উপভোগ করুন ডলফিন রাজত্বকে। তবে সূর্যদেব হয়তো ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত হয়েছেন। তাই আপনাদেরও এগোতে হবে। দেখবেন অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যোর মধ্যেই মাঝি আপনাদের পৌঁছে দেবে সাতপাড়াতে। খুবই সুন্দর জায়গা এই সাতপাড়া। ফেরিঘাটটিও দেখবার মতো। ওড়িশা সরকারের একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাংলো আছে এখানে। কলকাতার ওয়েলিংটনের কাছে উৎকল ভবন থেকেই সরাসরিসংরক্ষণ করেও আসতে পারেন। রাতের বেলার বাংলোর কাছে বসে নদীর দিকে তাকান রাতটা যদি জ্যোৎস্না মাথা হয় তাহলে তো কথাই নেই নিশ্চিত বলতে পারি এই অসাধারণ স্বর্গীয় সৌন্দর্যের স্মৃতি আপনি কখনও ভুলতে পারবেন না বহুদিনই। রাতটা বাংলোতে কাটিয়ে পরদিন সকালে জলখাবার খেয়েই বেরিয়ে পড়ুন। আজ যেতে হবে চিল্কা সাউথ। বঙ্গোপসাগরের সুনীল জলরাশি যে একফালি জাগয়া দিয়ে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে সেই জায়গাটিই হল চিল্কা সাউথ। সাউথ এর একটু আগে ডানদিক ছায়া সুনিবিড় বিস্তীর্ণ ঝাউবন। ওখানেই মাঝি দাঁড় করাবে নৌকাটিকে। নৌকো থেকে নেমে ঝাউবনটা পেরিয়ে গেলেই দেখবেন সদ্যস্নাত কিশোরী কন্যার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দর সোনালী সৈকত। রূপশী অথচ কী নিষ্পাপ। এই রাশ মুগ্ধ করে উন্মাদনা করে মাতাল করে। দেখবেন ছোট ছোট ঢেউগুলি একের পর এক কেমন সলজ্জ ভঙ্গিতে আছড়ে পড়েছে বালুতটে। মনে চাইলে নেমে পড়ুন জলে। ঢেউয়ের ওঠানামায় মেতে উঠুন। দারুণ লাগবে। স্নান সেরে নৌকায় ফিরে এবার চলুন আরও এক নির্জন সোনালি সৈকত রাজহংস দেখতে। নৌকো আবার চলতে চলতে সাতপাড়াকে ডাইনে রেখে বা দিকে বাঁক নেবে। সূর্য তখন মধ্য গগনে। চিল্কার বুকে মাছের সন্ধানে কখনও ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জেলে নৌকো। এসব দেখতে দেখতে ঘণ্টা দেড়েক চলার পর নৌকো থামাবে। তীরে নেমে একটা ছোট্ট বালিয়াড়ি পেরোলেই দেখতে পারেন বঙ্গোপসাগরের এক অসাধারণ রূপ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ এটিই হচ্ছে রাজহংস সৈকত। সত্যিই এমন সুদীর্ঘ, পরিচ্ছন্ন, মনভোলানো মায়াবী সৈকত জীবনে দেখছেন কিনা সন্দেহ। আর যদি প্রেমিকা কিংবা নবপরিণীতাকে নিয়ে এই মোহিনী সৈকত কিছুটা সময় কাটাতে পারেন তাহলে নিশ্চিত বলতে পারি এর মধুময় স্মৃতি আপনার স্মৃতির ভাণ্ডারে অমলিন থাকবে চিরদিনই। হ্যাঁ, দেখতে দেখতে বেলা গড়াচ্ছে। অবধারিত ভাবেই মাঝি তাড়া লাগাবে। তবুও চেষ্টা করুণ ঘণ্টাখানকে কাটিয়ে দিতে। তারপর ফিরে চলুন সাপপাড়ার দিকে। হোটেলে ফিরে খানিক বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যোর পর গিয়ে বসুন জেটিঘাটে। তারাভরা আকাশের তলে বসে নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনুন প্রাণ ভরে তারপর অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এলে একেবারে রাতের খাওয়া সেরে ঢুকে পড়ুন ঘরে। পরদিন সকালে চলুন ঝিনকুড়ি। এক নম্বর ফেরিঘাট থেকে চিল্কা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিশাল জলযান যাচ্ছে ঝিনকুড়ি। আধঘণ্টার সফর, লঞ্চের মাথায় উঠে বসুন। দারুন লাগবে এই ছোট দলবিহারটুকু। ঝিনকুড়ি পৌঁছে দেখেন ট্রেকার দাঁড়িয়ে আছে সার দিয়ে। তাতে দশ জন বসতে পারবেন। উঠে চলুন কৃষ্ণপ্রসাদ গড় বা রাজবাড়ি দেখতে। গ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে জিপ ছুটবে। দু'ধার বিস্তীর্ণ ধান খেত। কোথাও বা স্বচ্ছ টলটলে জলে ভরা পুকুর। গ্রাম্য প্রকৃতির এই অপরূপ দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবেন। কৃষ্ণগড় রাজবাড়ি। রক্ষমাবেক্ষণ তেমন নেই বললেই চলে। ১৭৯৮ সাল রাজ্য ভাহীরথী মান সিং এই রাজবাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়ির ভিতর কনকদুর্গা মন্দির। জায়গাটির নাম শারিকুদ। ফেরার পথেই পড়বে ত্রিলোচন শিব মন্দির। শান্ত মনোরম পরিবেশ বিশাল মন্দিরটি। মন্দির দেখা সাঙ্গ করে আবার ফিরে আসুন ঝিনকুড়ি লঞ্চঘাটে। লঞ্চ যদি নাও পান ফেরি নৌকো তো আছেই। উঠে বসুন। আধ ঘণ্টায় সাতপাড়া। তবে বাংলোতে ঢোকার আগে ওখানকার মিউজিয়ামটি অবশ্যই দেখতে ভুলবেন না যেন। দেখবেন, শুধু চিল্কায় পাওয়া যায় এমন জিনিস নিয়ে কী সন্দরভাবেই না গড়ে তোলো হয়েছে সংগ্রশালাটি। মাঝে মাঝেই ভিতরের প্রেক্ষাগৃহে সাদা পর্দায় প্রতিফলিত হচ্ছে চিল্কার নৈমিত্তিক ছবি। দেখা শেষ করে ফিরে আসুন বাংলোয়। যদি আর দু একটা নিরিবিলি থাকতে চান তাহলে থাকতে পারেন, আর তা না হলে পরদিন বোরবেলায় বাস ধরে দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে যান পুরী। পুরীতে পৌঁছে এক দু'দিন থেকে যান। তারপর পুরী থেকে ইচ্ছেমতো আপনার গন্তবস্থলের সুবিধা মতো মেল বা এক্সপ্রেস ধরে সোজা হাওয়া স্টেশন। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মস্তিষ্কের সমস্যায় চিকিৎসা

ডা. প্রকাশ মল্লিক

মস্তিষ্কের টিউমার, স্ট্রোক (প্যারালাইসিস), সাডেন অ্যামনেসিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মানুষের ধারণা খুবই কম আছে। আমাদের সমগ্র শরীরকে কর্মক্ষম রাখে যে মস্তিষ্ক সেই মস্তিষ্ক দিকে আমরা খুব একটা নজর দিই না, কিন্তু শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্কের সবচেয়ে বেশি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন বলে চিকিৎসকরা মনে করেন।

কয়েকদিন আগে হওয়া একটি সমীক্ষালব্ধ ফলাফল জানিয়েছে বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে স্ট্রোক বেড়েছে ১০০ শতাংশ। আর এই সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ অতিমারিতে যেসব রোগী ইতিমধ্যেই স্নায়বিক সমস্যায় ভুগছিল, তারা যথেষ্ট কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

লকডাউনে চিকিৎসক পাওয়া ও পরিষেবা পাওয়া দুটোরই সমস্যার জন্য তাদের একটানা চলে আসা চিকিৎসা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর মানসিক সমস্যায় ভোগা রোগীদের স্ট্রেস আর অবসাদ এই সময়টায় ভীষণ বেড়েছে, কেননা কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে সাইকোসিসের মধ্য দিয়ে যাওয়া রোগীদের সংখ্যাটিও এই সময়ে হু-হু করে বেড়ে গেছে। আর এখন থেকেই মস্তিষ্ক নিয়ে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার কথা চিন্তাভাবনা করা উচিত। আমরা কী খাই আর কী ধরনের জীবনশৈলীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, সেটা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। এর পাশাপাশি স্নায়ত সমস্যার কিছু প্রাথমিক উপসর্গ সম্পর্কেও জানা উচিত, যার ফলে প্রাথমিকপর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

ব্রেন ফুডের সাহায্যে ব্রেন হেলথ: আমরা কী খাচ্ছি, তার সরাসরি প্রভাব আমাদের মস্তিষ্কের উপর পড়ে, আখরোটের মতো ড্রাইফ্রুটস খেলেই বোধহয় মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ড্রাইফ্রুটস দিয়েই মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কিন্তু শুধুমাত্র ড্রাইফ্রুটস দিয়েই মস্তিষ্কের চাহিদার সবটা পূরণ হয় না। মস্তিষ্কের সবদিক থেকে ভালো রেখে কর্মক্ষম রাখতে গেলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ খাবার যেমন আঙুর, ব্লুবেরি, রাঙাআলু, পত্রল, সবুজ সব্জি, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ মাছ (স্যামন, ম্যাকারেল টুনা) ইত্যাদি খাবার প্রয়োজন। এগুলি সবই ব্যালান্সড ডায়েটের মাধ্যমে খেলে মস্তিষ্কের বিকাশের সহায়ক হয়। আসলে আমাদের মস্তিষ্কের ৬০ শতাংশ তৈরি হয় ফ্যাট থেকে, সেজন্য প্রতিদিনের মিলে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও ওমেগা -থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাবার মস্তিষ্কের বিকাশের সহায়ক হয়।

নিয়মিত এক্সারসাইজ করা দরকারঃ নিয়মিত শরীরচর্চার সঙ্গে মস্তিষ্কের এক্সারসাইজ করা উচিত। নিয়মিত শরীরচর্চা করে গেলে রক্তচাপ ঠিকঠাক থাকে ও শরীর সঠিকভাবে রক্তসঞ্চালন হয়, যা মস্তিষ্কের সঠিকভাবে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য খুবই দরকার। পাশাপাশি, যোগব্যায়াম ও ধ্যান মস্তিষ্কের সমৃদ্ধ করে।

শারীরিক স্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক: এমনিতে আমাদের শরীরে কী কী রোগ আছে, তা মততিষ্কের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। কেউ যদি হাইপারটেনশন, কোলেস্টরল ও ডায়াবেটিসে ভেগেন, তাহলে তা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলবে, কাজেই এগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এই সমস্ত রোগগুলির মধ্যে রক্তচাপ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। রক্তবাহী ধমনির মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ হয়। কিন্তু রক্তচাপ বেশি বা কম থাকলে ব্রেনস্ট্রোক বা হ্যামারেজের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই এগুলিকে স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় ওষুধ খওয়া দরকার।

বেশ কয়েকটি স্নায়ুগত সমস্যার ব্যাপারে আমাদের কিছুটা জেনে রাখা প্রয়োজন-

পার্কিনস ডিজিজ: এটি এক ধরনের ডিজেনারেটিভ ডিজঅর্ডার। এর উপসর্গগুলি আস্তে আস্তে আসে এবং ক্রমশ বছরের পর বছর ধরে শক্ত হয়ে যাওয়া, কথায় জড়তা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ শক্ত হয়ে যাওয়া, কথায় জড়তা শরীরের ভঙ্গিমা বদল করতে অসুবিধে, আস্তে আস্তে পা ফেলা, শরীরের ভারসাম্যতা বজায় না রাখা। পার্কিনসন্স রোগীদের প্রতিদিন নিয়ম মেনে ওষুধ খেয়ে যাওয়া উচিত। ওষুধ বন্ধ হলে বা অনিয়মিত হয়ে পড়লে হঠাৎ করে রোগটি বেড়ে যায়। তবে কারও যদি প্রাথমিক অবস্থায় এই উপসর্গগুলি থাকে, তাহলে অবহেলা না করে চিকিৎসক দেখানো উচিত।

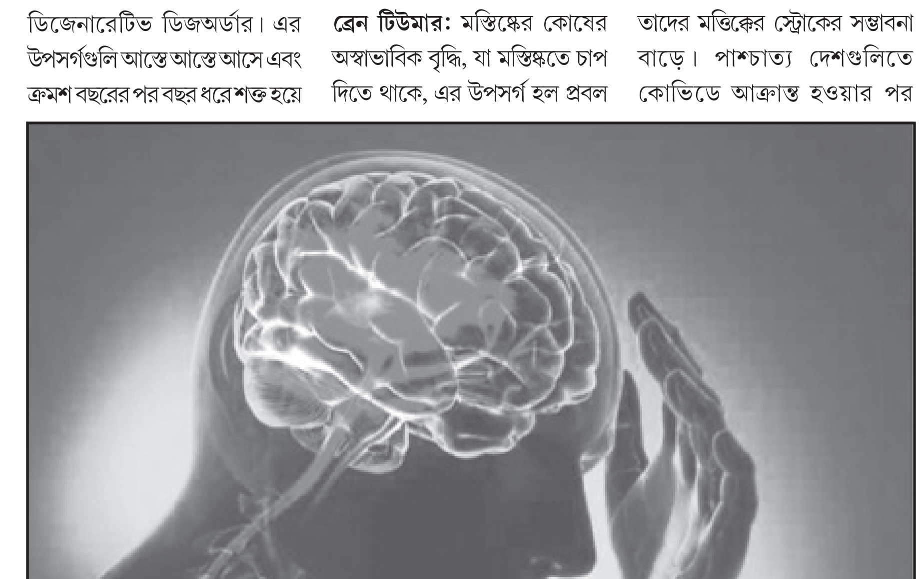

অ্যালঝাইমার্স ডিজিজ: প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত জিনিসকে বারে বারে ভুলে যাওয়ার মানেই স্মৃতিভ্রংশতা এই রোগের প্রধান লক্ষণ। এটি এক ধরনের ডিমেনশিয়া, যা আস্তে আস্তে প্রকাশ পায়। তবে প্রথমাবস্থায় রোগটি ধরা পড়লে চিকিৎসায় সুবিধা হয়।

ব্রেন টিউমার: মস্তিষ্কের কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, যা মস্তিষ্কতে চাপ দিতে থাকে, এর উপসর্গ হল প্রবল মাথাব্যথা, তার সঙ্গে বমি করে ফেলা, স্নায়ুর সমস্যা, খিঁচুনি।

কোভিড ও স্নায়ুগত সমস্যাঃ কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদেরও কিছু কিছু স্নায়ুগত সমস্যা থাকে। আর যাঁদের আগে থেকেই সমস্যা ছিল তাঁদের এই সময় সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে—

স্বাদ ও গন্ধ চলে যাওয়া ঃ কোনও মানুষের মুখের স্বাদ চলে যাওয়াকে ডিসগাসিয়া বলে ও গন্ধ চলে যাওয়াকে বহলে আানোসমিয়া। এই দুটোই: কৌভিডের প্রাথমিক উপসর্গ হলেও হতে পারে।

মাথাব্যথা: কোভিডের ফলে মাথাব্যথা হতে পারে। আর একবার কোভিড হয়েছে জানলে দুশ্চিন্তায় সেই ব্যথা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

স্ট্রোক: কোভিড রোগীদের রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়, আর তার ফলেই তাদের মত্তিক্কের স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার পর মাঝবয়সি রোগীদের স্ট্রোক বেশি করে হচ্ছে। আর যাদের উচ্চ রক্তচাপ বা! ডায়াবেটিসের সমস্যা ছিল এবং স্ট্রোক হয়ে গেছে তাদের কোভিড হলে আগে কী কী ওষুধ খেত, তা চিকিৎসককে জানাতে হবে।

অন্যান্য: কোভিডের সময়ে দুশ্চিন্তা, অবসাদ সহ মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা (অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিজঅর্ডার) এগুলি খুবই বাড়ে। ফলে এগুলির : কোনও একটার জন্য মানুষের যদি কোভিডজনিত ! চিকিৎসকের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলেন। সামনে গিয়ে দেখানো সম্ভব না হলে টেলিফোনেও কথা বলা প্রয়োজন। বিগত কয়েক বছরে ভারতে ব্রেন চিকিৎসা অনেকাংশেই উন্নত হয়েছে। তবে এগুলি সম্পর্কে এখনও যে সাধারণ মানুষের খুব একটা ভালো ধারণা আছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না। আর এই স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর মতো অল্প ধারণা নিয়ে চলার জন্যই এটা! করব না, ওটা করলে ভালো হবে না, এসবের ফলে! মস্তিষ্কের চিকিৎসা আরও জটিল হয়ে গেছে। যেমন ধরা যাক পার্কিনস্স রোগের কথা। দীর্ঘদিন ধরে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে, সঙ্গে অন্যান্য থেরাপি। কিন্তু মানুষ যখন একটু ভালো হলেই নিজের থেকে এই চিকিৎসা বন্ধ করে দেয়, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। তবে পার্কিনসন নিয়ে এখন অনেক উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে, চিকিৎসার মডেল উন্নত হয়েছে। এবং আগামী কুড়ি বছর পার্কিনসন্স রোগীদের জন্য যথেষ্ট আশার আলো নিয়ে আসবে। প্রতিটি স্নায়ুর রোগের ক্ষেত্রেই রোগটি যত তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা যাবে, ততই চিকিৎসা সহজহবে, মততিক্কের ক্ষতিও তত কম হবে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা: মস্তিষ্কের সমস্ত সমস্যায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ। অপর দিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সাইড এফেক্ট কম হওয়াতে এই চিকিৎসায় রোগী নানা জটিলতা। থেকে বেঁচে যায়। আমি আমার ৩৭ বছর জীবনে বেশ কয়েক হাজার রোগীর ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছি।

(সৌজন্যে-দৈ: স্টেটসম্যান)

চড়িলাম মন্ডলের উদ্যোগে সংখ্যালঘু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে লীলাদেব স্মৃতি কমিউনিটি হলঘরে। উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। *ছবি নিজস্ব।*

উদয়পুরেও নবম শ্রেণীর অংক এবং বিজ্ঞান বিষয়ের উপর ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। সারা রাজ্যের সঙ্গে উদয়পুরেও নবম শ্রেণীর অংক এবং বিজ্ঞান বিষয়ের উপর ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষা২০২১ আজ সকাল সাড়ে দশটায়উদয়পুরের ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, মাতাবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,চন্দ্রপুর কলোনি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য স্কুলে নিরবিঘ্নে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও সমস্যা দেখা দেয় উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতাবালিকা বিদ্যালয়ে ২৮৬ জন পরীক্ষার্থী ছিলো। তাদের মধ্যে ৭৪জন পরীক্ষার্থী এদিন অনুপস্থিত ছিল। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে এই টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষা শুরু হয়। ৬ জন পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা হলে পৌঁছতে পারেনি, এই কারণ দেখিয়ে প্রথমে তাদেরকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময় একপ্রকার বাধ্য হয়ে চাপের মুখে তাদের ঐ ছাত্র ছাত্রীরা পরীক্ষায় বসেছে। কিন্তু রাইয়া বাড়ি স্কুলের দুজন পরীক্ষার্থী রাইয়া বাড়ি স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে পরীক্ষায় বসতে পারেনি। পরীক্ষার্থীরা উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। অভিযোগ, রাইয়া বাড়ি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষায় বসার জন্য বৈধ কাগজপত্রের ব্যবস্থা না করিয়ে পরীক্ষায় বসার জন্য পাঠিয়ে দেন। ফল স্বরূপ টেলেন্ট সার্চ পরীক্ষায় তারা বসতে পারেনি। রাইয়া বাড়ি স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে পরীক্ষায় বসতে না পেরে ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবক মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, অভিভাবক মহল অভিযোগ করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বেশিরভাগ সময় স্কুলের কাজ ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র মিটিংয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন।

করিমগঞ্জের বাজারিছড়া ও রাতাবাড়িতে সুপারি-পাথর বোঝাই তিনটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত

পাথারকান্দি (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : শনিবার গভীর রাতে তালাশি অভিযানে নেমে বাজারিছড়ায় একটি সুপারি বোঝাই মিনি ট্রাক এবং রাতাবাড়ি থানা এলাকায় দুটি পাথর বোঝাই ট্রাক বাজেয়াপ্ত করেছেন করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসনের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি জেমস এ সঙ্গতি। সঙ্গে আটক করা হয়েছে ট্রাক সহ চালকদের। জানা গেছে, গতকাল রাতে প্রথম অভিযানে বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রা ওয়াচ পোস্ট এলাকায় ত্রিপুরা থেকে নিয়ে আসা চালানবিহিন একটি সুপারি বোঝাই বলেরো পিকআপ ভ্যাওন ধরেছেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিএসপি জেমস এ সঙ্গতি। পরে একই এলাকা থেকে দুটি সুপারি বোঝাই অটো ভ্যান আটক করেন নাগ্রা ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ। দ্বিতীয় অভিযানে রাতাবাড়ি থানা এলাকায় আটক করেছেন দুটি পাথর বোঝাই ট্রাক। ওই ট্রাকগুলো রাতাবাড়ি হয়ে মিজোরামে যাওয়ার পরিকল্পনায় ছিল। গাড়ির চালকদের কাছে কোনও বৈধ কাগজপত্রাদি না থাকায় ট্রাক সমেত চালকদের আটক করে রাতাবাড়ি পুলিশের জিম্মায় রাখা হয়েছে। পাশাপাশি সুপারি বোঝাই ট্রাক এবং দুটি অটোভ্যান বর্তমানে বাজারিছড়া পুলিশের জিম্মায় রয়েছে।

কলকাতা পুরসভার ভোটে গোলমাল বাধানোর অভিযোগে গ্রেফতার ১৯৫ জন

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার ভোট গ্রহণ চলছে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে।সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে দিনভর এলো সন্ত্রাসের নানা অভিযোগ। আজ দিনভর ৪৫৩টি অভিযোগ জমা পড়ার কথা জানিয়েছে কমিশন। কলকাতা পুলিশ সূত্রের খবর, গোলমাল বাধানোর অভিযোগে শহরে ১৯৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে কলকাতা পুরভোটে এদিন দুপুর পর্যন্ত মোট ৭২জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে দিনের শেষে এই এই গ্রেফতারির সংখ্যা আরও বাড়বে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

এদিন জয়েন্ট সিপি শুভঙ্কর সিনহা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন। ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে জয়েন্ট সিপি বলেন, কোথাও পুলিশ কর্মী জখম হয়েছেন কি না তা জানা যায়নি। তবে খবর নেওয়া হচ্ছে। যে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তা পুলিশ খতিয়ে দেখেছে। এদিকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সকাল থেকে ভুরি ভুরি অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা যত অভিযোগ পেয়েছি সবগুলিতেই সিনিয়র অফিসাররা গিয়েছেন। পরিস্থিতির উপর তাঁরা নজর রেখেছেন। দুপুর পর্যন্ত ৭২জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও গ্রেফতারির সংখ্যা বাড়তে পারে। আমরা প্রয়োজনী পদক্ষেপ নিচ্ছি। অন্যদিকে বোমাবাজিতে তিনজনের জখম হওয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনজন জখমই স্থানীয় বাসিন্দা। তবে তাদের রাজনৈতিক পরিচয় প্রাথমিকভাবে পাওয়া যায়নি। নামগুলি পাওয়া গিয়েছে।

ফের রাজ্য বিজেপিকে তোপ দাগলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): পুরভোটের দিনও প্রকাশ্যে বিজেপির অন্তর্কলহ।এদিন ভোট দেওয়ার পর ফের রাজ্য বিজেপিকে তোপ দাগলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। বেশ কিছু জায়গায় টাকা নিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। এদিন দিলীপ ঘোষকেও নিশানা করেছেন বিজেপি সাংসদ। একইসঙ্গে জানালেন, তাঁর পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থী গৌরব বিশ্বাসের উপরই। ওই ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থীকে তিনি সমর্থন করেননি। রবিবার সকালে কলকাতা পুরসভার ৯৪ নম্বরে ভোট দিয়ে বেরিয়ে রূপা বলেন, ‘কলকাতা পুরসভা নির্বাচনে টাকা নিয়ে প্রার্থী করেছে। আমি ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। আমার কাছে প্রমাণ আছে। কিছু জায়গায় তো কিনেছেই।’

একই সঙ্গে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে আক্রমণ করেন তিনি। বলেন, ‘আমাদের সভাপতি নতুন এসেছে, তিনি অনেককিছুই চিনে বুঝে উঠতে পারেননি। দিলীপবাবুর পুরো টিমটা রয়েছে। তারা যদি এখনও বদমাইশি না থামান, তাহলে তো মুশকিল।’

রূপা জানান, তিস্তা বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আত্মিক। কলকাতা পুরসভার ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী সৌরভ বিশ্বাসকেই সমর্থন করছেন তিনি। বিজেপি প্রার্থীকে নয়। দলের রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, ‘না, বেকার কোনও কমিটির মেম্বার হওয়ার কারণ নেই। কমিটিতে একটা কথা বলার জন্য, সিঙাড়া খাওয়ার জন্য আগ্রহী নই। ওরকমভাবে ডেকে একটা বৈঠকে বসিয়ে রেখে, সিদ্ধান্ত চারটে লোক নেবে।’ তিনি জানান, রাজ্য বিজেপির কোনও পদে আমি নেই। দলবিরোধী কাজের অভিযোগ উঠলে যেখানে জবাব দেওয়ার সেখানেই দেব।

এবারও ভোট দিতে পারলেন না অসুস্থ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): অসুস্থতার জন্য এবারও ভোট দিতে পারলেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।তবে রবিবার কলকাতা পুরসভার নির্বাচনে বালিগঞ্জ পাঠভবন স্কুলের বুথে ভোট দিলেন মা মীরা ভট্টাচার্যের সঙ্গে ভোট দিলেন বুদ্ধদেব কন্যা সুচেতনা। এদিন ভোট দিয়ে বেরিয়ে সুচেতনা বলেন, ‘বাবার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই তাঁর পক্ষে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। ভোট তো খুব শান্তিপূর্ণ হচ্ছে। দিলাম, বেরিয়ে এলাম।’ মীরাদেবী জানান, বুদ্ধবাবু সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। খুব কাছের জিনিস ছাড়া কিছু দেখতে পান না তিনি। তাঁকে খবর কাগজ পড়ে শোনান নিজেই। রাজনীতির সব খবর নেন বুদ্ধবাবু। তবে তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। উঠে বসতে পারেন না। ২০১৭ সালের পর থেকে ভোট দিতে বেরোতে পারেননি বুদ্ধবাবু। একাধিক শারীরিক জটিলতায় সম্পূর্ণ গৃহবন্দি তিনি। গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রবীণ নাগরিকদের বাড়ি বসে ভোটদানের সুযোগ থাকলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। তখন আশা জেগেছিল, তাহলে বোধ হয় ভোট দিতে যাবেন তিনি। কিন্তু চিকিৎসকের অনুমতি না মেলায় শেষ পর্যন্ত সেটাও হয়নি।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬৫জন

কলকাতা,১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): ফের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়াল ৫০০। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬৫জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৬৫জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৬,২৭,০৭৬। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৯, ৬৬৯। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৫৬৮। যার ফলে মোট সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫।

স্বাধীনতা মানে দরিদ্রদের সমৃদ্ধি হোক : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : কাকোরি অ্যাকশনের সাহসী শহীদদের স্মরণে শহীদদের পরিবারকে সম্মান জানাতে শহিদ স্মৃতিস্থলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেন, স্বাধীনতা বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা জানাতে অমৃত মহোৎসব পালিত হচ্ছে। দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষে পাঁচটি মন্ত্র দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর মধ্যে রয়েছে দেশের শক্তির স্বপ্ন, দেশের বিপ্লবীদের অভিবাদন, দেশের কল্যাণ, দেশকে বিশ্বের শক্তিতে পরিণত করা এবং ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলা। এই উপলক্ষে পরম বীর চক্র বিজয়ী মনোজ পান্ডের পরিবার সহ কাকোরি অ্যাকশনের শহীদদের পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এদিন কাকোরি শহিদ স্মৃতিস্থলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা মানে গরিবদের একটি পাকা ঘর থাকা উচিত। তাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে এসেছে সরকার। মহিলারা যদি রান্নার গ্যাস পেতেন, সরকার উজ্জ্বলা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। দরিদ্রদের যদি বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে, তাহলে সরকার সৌভাগ্য যোজনা চালু করেছে। তিনি আরও বলেন, দেশের অভ্যন্তরে ১৩৩ কোটি মানুষকে করোনা মহামারী থেকে বাঁচাতে মোদী সরকার বৈষম্য ছাড়াই বিনামূল্যে ভ্যাকসিন, বিনামূল্যে চিকিতা, বিনামূল্যে পরীক্ষা, বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। এটা করছে কারণ দেশ স্বাধীন, এটা সরকারের দায়িত্ব। সেই কারণেই মোদী-যোগী সরকার সমভাবে জনগণের কাছে প্রকল্পগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৌশল কিশোর, যোগী সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মহসিন রাজা প্রমুখ।

বিলোনীয়ায় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উদ্যোগে ঋণদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়াা, ১৯ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক মেগা ঋণদান ও আর্থিক সহায়তা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে বিলোনীয়ার মৌলানা আবুল কালাম কমিউনিটি হলে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি বিভীষণ দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের জেনারেল মেনেজার, রিজিওন্যাল মেনেজার। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিলোনীয়া শাখার প্রাক্তন শাখা প্রবন্ধক যদুলাল বিশ্বাস। বক্তারা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার জমা প্রকল্প, ঋণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ঋণ পরিশোধ নিয়মিত ভাবে করতে হবে। মহকুমা শাসক গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ ব্যাঙ্ক লোনের জন্য আবেদন করতে বলেন। শিবিরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ২১টি শাখায় মোট ১৩২৬ জনকে ৩১ কোটি ১২ লক্ষ ২০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

১০৩২৩ ভিকটিমাইজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর।। গোমতী জেলার ’জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩’-এর উদ্যোগে উদয়পুর প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি লিঃ লিমিটেডের তৈরী করা সৈকত বিয়ে বাড়ীতে জেলা ভিত্তিক এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে ১০৩২৩ এর আগামী দিনের আন্দোলন কর্মসূচি কি হবে এবং ঐ কর্মসূচিকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা যাবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ।আজকের এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন ১০৩২৩ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির ডালিয়া দাস,কমল দেব, বিজয় কৃষ্ণ সাহা, সুমন দাস,সবিতা ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আজকের এই কনভেনশানে গোমতী জেলার উদয়পুর, অমরপুর ও করবুক এই তিনটি মহকুমা থেকেই উপস্থিতির হার ছিল লক্ষ্যনীয় ।অনুষ্ঠানের শুরুতে ১১৭ জন মৃত শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দ্যেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের পর প্রদীপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে কনভেনশান শুরু হয় ।প্রতিনিধিরা চাঁচাছোলা ভাষায় বক্তব্য রাখেন। নেতৃত্বরা সবাই চাকুর ফিরে পাওয়ার দাবী জানান। চাকুরী ফিরে পাওয়ার জন্য আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি সংঘটিত করবেন ।অনুষ্ঠান শেষে রাজ্য ও গোমতী জেলা নেতৃত্বরা শালগড়ায় সদ্য মৃত সঞ্জীব সাহার বাড়ীতে যান ।শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি শোক ও সমবেদনাজ্ঞাপন করেন। ঐ সংগঠন সামর্থ্য অনুযায়ী ঐ স্বর্গীয় শিক্ষক সঞ্জীব সাহার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন। গোমতি জেলা থেকে তিনজনকে রাজ্য জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিতে স্থান দেবার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বিলোনীয়া পুর পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের অভিনন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। পুরসভা নির্বাচনী লড়াইয়ে- বিলোনীয়া পুর পরিষদ এলাকায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা ১৭ টি আসনে বিজয়ী হওয়ার পর প্রত্যেক ওয়ার্ড এলাকায় নাগরিকদের সম্বর্ধনা জানিয়ে নাগরিক অভিনন্দন সভার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই অংগ হিসেবে রবিবার বিকেলে-৯ নং ওয়ার্ড এলাকার কাউন্সিলর স্বপ্না চৌধুরীর পৌরহিত্যে বিলোনিয়া হলচৌমুহনী স্থিত আবুল কালাম আজাদ কমিউনিটি হলে- ওয়ার্ড ভিত্তিক নাগরিক অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৯ নং ওয়ার্ড এলাকার কাউন্সিলর স্বপ্না চৌধুরী, পুরো পরিষদের চেয়ারপারসন নিখিল চন্দ্র গোপ, কাউন্সিলর ধ্রুব মজুমদার বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার মন্ডল সাধারণ সম্পাদক তথা পুরো পরিষদ নির্বাচনে বিলোনিয়া মন্ডলের বিজেপি নির্বাচনী কনভেনার বিজন মজুমদার সহ বিজেপির অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতৃত্বরা। সভায় এলাকার জনগণের ভোট দানের মধ্য দিয়ে- বিজেপি মনোনীত প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার অভিনন্দন জানিয়ে -এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে থেকে সহযোগিতা করার বিশেষভাবে আহবান জানিয়ে- বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বরিষ্ঠ অতিথিগন।

আমার ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে, যোগী সব শুনছেন অভিযোগ অখিলেশের

লখনউ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : সমাজবাদী সুপ্রিমো অখিলেশ সিং যাদবের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন নেতাদের বাড়িতে তল্লাশি চালায় আয়কর দফতর। রবিবার উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন অখিলেশ।

তিনি বলেন, তাঁর ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে। সমাজবাদী পার্টির অন্যান্য বড় নেতার ফোনেও আড়ি পাতা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে রোজ সন্ধ্যায় শোনেন, সমাজবাদী নেতারা ফোনে কী কথাবার্তা বলছেন।

অখিলেশের ঘনিষ্ঠ যে ব্যক্তিদের বাড়িতে ও অফিসে আয়কর দফতর হানা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে আছেন সমাজবাদী সুপ্রিমোর ব্যক্তিগত সচিব জিতেন্দ্র যাদব, দলের মুখপাত্র রাজীব রাই এবং দলের নেতা মনোজ যাদব।

এদিন অখিলেশ বলেন, আয়কর দফতরের ওই তৎপরতা থেকে প্রমাণিত হয়, বিজেপি ভোটে হারতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী এই রাজ্যে ‘অনুপযোগী’। এদিন অখিলেশ আরও বলেন, ভোট যত এগিয়ে আসবে, বিজেপি ততই বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করবে। তাঁর কথায়, “আভি তো ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আয়া হ্যায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট আয়েগা, সিবিআই আয়েগা। কিন্তু সাইকেল তাতে থামবে না।”

সমাজবাদী পার্টির নির্বাচনী প্রতীক সাইকেল।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহসভাপতি হলেন পবন কে বর্মা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহসভাপতি হলেন পবন কে বর্মা। রবিবার সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এই পদে নিয়োগ করেছেন।

জেডি (ইউ)-এর এই প্রাক্তন সাংসদ নভেম্বর মাসে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এক মাস আগে তৃণমূলে যোগ দিয়েই গুরুদায়িত্ব পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন সৈনিক। রবিবার প্রেস বিবৃতি দিয়ে দলের তরফে জানান হয়, পবন কে বর্মাকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি করা হল। তৃণমূল আশাবাদী, পবন বর্মার অগাধ জ্ঞান এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে তারা। সেই সঙ্গে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার লড়াইয়ে তৃণমূলকে এগিয়ে রাখবে।

পবন বর্মা একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ। এক কালে ভুটানে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আগে পবন বর্মা ছিলেন জেডি(ইউ)-র সদস্য। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের ভরসার পাত্র ছিলেন। জনতা দল ইউনাইটেডের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। দলের মুখপাত্রের ভূমিকাতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। পরবর্তীকালে জেডি(ইউ)-র টিকিটে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হন। সেই নীতীশ কুমারের সঙ্গে নানা ইস্যুতে তাঁর দুরত্ব তৈরি হয়। জেডি(ইউ) ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গত নভেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফরের সময় পবন বর্মা তৃণমূলে যোগ দেন। উত্তরীয় পরিয়ে মমতা নিজে তাঁকে দলে স্বাগত জানান।

প্রসঙ্গত, বিহারের রাজনীতিতেও পবন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি দলবিরোধী কাজের জন্য প্রশান্তকে দল থেকে বহিষ্কার করেন নীতীশ কুমার। তারপরেই জেডি (ইউ) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল পবনকে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কা খায় বাংলার শাসকদল তৃণমূল। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে দলের পরামর্শদাতা নিয়োগ করেন। রাজনীতির কারবারিদের একাংশের মতে, ২০২১ সালে পিকে-র কৌশলেই ভোটে জিতে তৃতীয় বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা। তারপরেই নিজের ঘনিষ্ঠ বিহারের এক নেতাকে তৃণমূলে যোগদান করালেন প্রশান্ত, এমনটাই আলোচনা জাতীয় রাজনীতিতে। তৃণমূলের এক নেতার দাবি, জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলকে আরও প্রাসঙ্গিক করতেই পবনের মতো নেতাদের সর্বভারতীয় স্তরে কাজে লাগাতে চায় দল। তাই তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়েছে।

হাইজ্যাক লরি উদ্ধার বাকুঁড়া পুলিশের, ধৃত ৪ জনের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হাজত

বাকুঁড়া, ১৯ডিসেম্বর (হি. স.) শনিবার হাইজ্যাক হওয়ার ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে বাকুঁড়া পুলিশ ধরে ফেলল চার দুস্কৃতি সহ হাইজ্যাক হওয়া দশ চাকার লরিটি। রবিবার ধৃতদের বাঁকুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর না করে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতের নির্দেশ দেন।

কনকনে শীত সন্ধ্যায় টানা দেড় ঘন্টার স্নায়ু যুদ্ধ চলে পুলিশ ও দুস্কৃতিদের মধ্যে। জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার জানান, শনিবার বিকেল সাড়ে ৪ টা নাগাদ ওন্দার কালীসেনের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ১০ চাকার লরি হাইজ্যাক করে ৪ জনের একটি ছিনতাইবাজ গ্যাং। লরিটি খড়গপুর থেকে জাতীয় সড়ক ধরে পুরুলিয়া অভিমুখে আসছিল। ঝাড়খণ্ডের নাম্বার প্লেট লাগানো খালি লরিটি বাঁকুড়ার ওন্দা থানার কালীসেন থেকে হাইজ্যাক করা হয়েছে পুলিশের কাছে এই খবর পৌঁছানোর পরেই জেলার সমস্ত সীমান্ত এলাকা গুলিতে নাকা চেকিং শুরু করে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। বিকেল ৫ টা ৪৫ নাগাদ বড়জোড়া থানার পুলিশ দুর্গাপুর ব্যারেজে হাইজ্যাক হওয়া লরিটি আটকায়। সেই সঙ্গে আরও একটি গাড়ি আটক করে পুলিশ। ওই গাড়িটিতেও ঝাড়খন্ডের নম্বর প্লেট লাগানো (নং জ্বছ-১০ ঙ্বছ ৭৭৮৮)। ওই গাড়িতে ৪ ব্যক্তি ছিলেন। তাদের কাছে তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশ কিছু কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে ৪ জনকেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের নাম কৃষ্ণ কুমার মিশ্র, অভয় রায়, সুধীর পটেল ও সোমনাথ বেহেরা। রবিবার তাদের বাঁকুড়া আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর না করে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতের নির্দেশ দেন। আসামী পক্ষের আইনজীবী অনির্বাণ ব্যানার্জি বলেন, আমার মক্কেলরা সকলেই নির্দোষ ।আগ্নেয়াস্ত্র গুলি লাইসেন্স প্রাপ্ত। ঘটনার সময় অভিযুক্তদের দামি ৪ চাকার গাড়িটিতে ধাক্কা মারে লরিটি। দেখা যায় অভিযুক্তরা এবং লরিটি ধানবাদের নিরিশা এলাকার। লরি মালিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে লরিটিকে ফলো করতে করতে চার চাকার গাড়িটি যাচ্ছিল। মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন ঘটনার তদন্ত চলছে।

খুন হলেন বিজেপি নেতা রঞ্জিত শ্রীনিবাসন, রাজনৈতিক খুনে উত্তেজনা কেরলে, ৪৮ ঘন্টা জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : কেরলের আলাপ্পুঝা জেলায় রাজনৈতিক খুনের ঘটনা ঘটে। রবিবার ভোরে দুস্কৃতিদের হাতে খুন হলেন বিজেপি নেতা রঞ্জিত শ্রীনিবাসন। তিনি কেরল ওবিসি মোর্চা-র রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। আলাপ্পুঝা জেলার হিন্দুদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। বিজেপির জনপ্রিয় নেতা শ্রীনিবাসকে পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং এর মূল সংগঠন এসডিপিআই (দুটি ইসলামিক চরমপন্থী সংগঠন) -র চরমপন্থীদের হাতে হত্যা হয়েছে বলে জানা গেছে। তার বাড়িতে গেট ভেঙে ছুরি করে ও তাকে আক্রমণ করেছিল। তিনি প্রাতকালীন হাঁটতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। শনিবার সন্ধ্যায় এসডিপিআই-র এক নেতা কে এস শানকে আলাপ্পুঝা শহরতলিতে একটি অজ্ঞাত গোষ্ঠী লোকেরা আটকে রেখেছিল এবং মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণও করা হয়েছিল। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ওই এসডিপিআই নেতা। আলাপ্পুঝা পুলিশের মতে, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পিছনে থাকা ব্যক্তিদের ধরতে তদন্ত চলছে। এই ঘটনার ১২ ঘন্টার ব্যবধানে এই জোড়া খুনের ঘটনার পর আলাপ্পুঝা জেলাকে একটি নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এবং পুলিশের টহলদারি শুরু করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জোড়া হত্যার নিন্দা করে বলেন, হিংসার ঘটনার সম্ভাবনা বিবেচনা করে আগামী দুদিনে রবিবার ও সোমবার জেলায় জেলায় সমস্ত ধরনের জমায়েতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। গত এক মাসে কেরলে এটি দ্বিতীয় কোনো হিন্দু নেতাকে হত্যা করার ঘটনা ঘটল। কেরলের পালাক্কাদু জেলার শীর্ষ আরএসএস নেতা সেনজিথের গত ১৫ নভেম্বর হত্যার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের পুলিশ এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি। সেনজিথের হত্যার পেছনে এসডিপিআই /পিএফআই-র কর্মীদের হাত ছিল। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট রাজ্যজুড়ে একের পর এক অভিযান চালিয়ে কেরলের এসডিপিআই /পিএফআই নেতাদের এবং ব্যবসায়িক এলাকা থেকে সম্পত্তির নথি বাজেয়াপ্ত করেছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মানসিক চাপ কমাতে সৃজনশীল অভ্যাস

যুক্তরাষ্ট্রের 'পার্সোনাল হেল কোচ অ্যান্ড ট্রেইনার' সারাহ পেইজ বলেন, "নাচের সময় যখন শরীর ব্যবহার করছেন কিংবা কিছু আঁকা বা রং করার কাজে হাত ব্যবহার করছেন, তখন মনে ওই কাজটার জন্য একটি জায়গা তৈরি হয়। ওই কাজগুলো করার আগে যে মানসিক চাপ আপনি অনুভূব করছিলেন সেটাকে সরিয়েই এই জায়গাটি তৈরি হয়। শারীরিক কোনো কাজে মনযোগ দিলে সেটা একধরনের ধ্যানমগ্ন অবস্থা তৈরি করে, নিঃসৃত হয় 'ডোপামিন' হরমোন, ধীর হয় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি।"

উদাহরণ হিসেবে 'রিয়েল সিম্পল' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে 'ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট' ক্লোয়ি কারমাইকেল বলেন, "২০১৮ সালে 'বিহেভিওরাল সাইন্সেস'য়ে প্রকাশিত গবেষণা বলে, 'ক্রিয়েটিভ আর্টস থেরাপিজ' যেমন- চিত্রশিল্প, সংগীত, নাচ, নাটক ইত্যাদি মানসিক চাপ দূর করে এবং মানসিক চাপ সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ায়।"

পাশাপাশি সৃজনশীল কাজের ক্ষমতা যত বাড়বে, ততই একজন ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা বাড়বে, আর সমস্যা সমাধান হয়ে গেলে মানসিক চাপ তো কমবেই।

মানসিক চাপ কমানোর জন্য কোন সৃজনশীল পথ বেছে নেবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের ওপর নির্ভরশীল। প্রচুর খরচ করার প্রয়োজন নেই, আপনাকে দক্ষ হতে হবে সেটাও জরুরি নয়, খুব বেশি সময়ও ব্যয় করতে হবে না।

ম্যাসাচুসেটস'য়ে অবস্থিত 'ওয়েলকোচেস কর্পোরেশন'য়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও 'এক্সিকিউটিভ কোচ' মার্গারেট মুর বলেন, "সৃজনশীল কাজ হল সেগুলোই যার একটি কাজের প্রবাহ আছে, যে কাজ শুরু এবং শেষ হয়, কিন্তু তা সেচ্ছায় করতে হয় না।"

সৃজনশীল কাজের সময় অন্য কাজকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।

নিত্যনতুন সৃজনশীল কাজ সম্পর্কে জানা, তা আয়ত্ত করা এখন খুব বেশি কষ্টের কাজ নয়।

ইন্টারনেটের সুবাদের ঘরেই অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় জানা সম্ভব।

নাচ: যে কোনো ধরনের নাচই মানসিক প্রশান্তি যোগাতে সক্ষম। নাচকে শরীরচর্চা হিসেবেও কাজে লাগাতে পারেন। পেনসিলভেনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির মতে, নাচ মানসিক চাপ কমায়, নিঃসরণ ঘটায় 'ইন্ডোরফিন' হরমোনের যা মনকে প্রফুল্ল করে।

নিত্যনতুন নাচ শেখার জন্য 'ইউটিউব' আদর্শ প্ল্যাটফর্ম। আবার ব্যায়ামাগারে নাচের মাধ্যমে শরীরচর্চার সুযোগ আছে কি-না সেটা তলিয়ে দেখতে পারেন।

চিত্রাঙ্কন: মাথা থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলার দারুণ একটি উপায় চিত্রাঙ্কন। হার্ভার্ড'য়ের বিশেষজ্ঞরা বলেন, "'পেইন্টিং' আর 'ড্রয়িং' মানসিক চাপ কমানো জন্য বিশেষভাবে কার্যকর। ইন্টারনেটে অসংখ্য 'টিউটোরিয়াল' পেয়ে যাবেন এই কাজ অনুশীলনের।

লেখালেখি: নিজের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা, কাল্পনিক কোনো গল্প যেকোনো কিছুই হতে পারে আপনার লেখনির বিষয়বস্তু, সবই আপনার মানসিক চাপ কমাতে সক্ষম।

হার্ভার্ড বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "নিজের অনুভূতিগুলো কোথাও গুছিয়ে লেখা সরাসরি একজন মানুষের মানসিক চাপ কমাবে। লেখার জন্য দিনের একটা সময় বেঁধে নিন। নিজের লেখনিতে নিজেই অভিভূত হতে পারেন।"

বাদ্যযন্ত্র অনুশীলন: প্রিয় কোনো গান শোনার পর নিশ্চয় আপনার ভালো লাগে। একইভাবে নিজেই যদি কোনো সুর তুলতে পারেন, তা আরও ভালো অনুভূতি দিতে পারে। 'ফেডারেল প্র্যাক্টিশনার' শীর্ষক সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী, "কোনো বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শেখা মস্তিষ্কের রাসায়নিক গঠনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। এতে করে মস্তিষ্কের জ্ঞানীয় ক্ষমতা বাড়ে, মানসিক চাপ কমে।"

বাদ্যযন্ত্র শেখার জন্য এখন অসংখ্য মোবাইল অ্যাপ মেলে বিনামুল্যে। এখানেও ইউটিউব কাজে লাগাতে পারেন।

সেলাই: ধ্যান হিসেবে সেলাই একটি আদর্শ সৃজনশীল কাজ।

'ব্রিটিশ জার্নাল অফ অকুপেশনাল থেরাপি'র গবেষণা মতে, "নিয়মিত সেলাই বা বুননের অনুশীলন ব্যক্তিগত ভালো থাকার অনুভূতির উদ্রেক করে। মানসিকভাবে শান্ত ও সুখী হওয়া সঙ্গে কতটু সেলাই করা হয় তার সরাসরি সম্পর্ক আছে।"

ফটোগ্রাফি: ছবি তোলার জন্য ভালো কিংবা দামি ক্যামেরা হাতে থাকতেই হবে তা কিন্তু জরুরি নয়। এই ছবি তোলা কোনো প্রতিযোগিতার জন্য নয়। নিজের মানসিক সুস্থতার জন্য, চাপগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য।

আপনার হাতের মোবাইল ফোনটাই এর জন্য যথেষ্ট। আর অভ্যাসটা শুরু করলে ক্রমেই আপনার সৃজনশীলতা বেরিয়ে আসবে, দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আসবে।

ওজন কমাতে দিনে দু'তিনটা সিদ্ধ ডিম

সঙ্গে থাকতে হবে কম কার্বোহাইড্রেইট সমৃদ্ধ খাবার।

আদর্শ খাবারের তালিকায় ডিম থাকলেও অতিরিক্ত খেলে কোলেস্টেরল বাড়তেও পারে।

এরকম দ্বৈত মতামতে যখন দ্বন্দ্ব তৈরি হয় তখনই দরকার পড়ে গবেষণা। আর গবেষণায় দেখা গেছে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং ডায়াবেটিস রোগীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে দিনে দুতিনটা ডিম খাওয়া যেতে পারে। ২০১৮ সালে 'অ্যামেরিকান জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষার ফলাফল অনুসারে টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যারা তিন মাস ধরে 'হাই এগ ডায়েট' অনুসরণ করেছিলেন তাদের রক্তের লিপিড'য়ের মাত্রা বা প্রদাহে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। সুস্থ থাকতে সুষম খাবার খাওয়া ও কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

সিদ্ধ ডিমের ডায়েট এই গবেষণার সূত্র ধরে আরও জানানো হয়, এর অর্থ হল পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য দিনে দুতিনটা ডিম খাওয়া। ডিমে থাকা প্রোটিন পেশির চর্বি বাড়ায়। প্রদাহ ও পানিভাব কমাতে সহায়তা করে। তবে এই খাদ্যাভ্যাসে প্রতি বেলার খাবারে কম কার্বোহাইড্রেইট সমৃদ্ধ সবজি বা ফল খেতে হবে। না হলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকবে না। যেভাবে কাজ করে এই খাদ্যাভ্যাস দ্রুত ওজন কমায় তাই এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও রয়েছে। যদিও অনেক পুষ্টিবিদ মনে করেন কম কার্বোহাইড্রেট ধরনের খাবারের সঙ্গে দিনে দুতিনটা ডিম খাওয়া ওজন কমাতে সহায়তা করে, বিপাক হার বাড়ায় এবং ক্ষুধা নিবারণ করতে সহায়তা করে। তবে অতিরিক্ত ডিম খাওয়া কলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়। তাই ডিম খাওয়াতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

আপনার বাড়ির নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রে ভ্যাকসিনের স্লট ফাঁকা? সব তথ্য পৌঁছে যাবে ফোনে

পোর্টালে আবেদন করলেই প্রাপ্ত বয়স্করা পাচ্ছেন কোভিডের (কোভিড-১৯) ভ্যাকসিন। কিন্তু টিকার এতই অভাব যে নিজের সুবিধা মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেই সমস্যা এবার সমাধানের পথে। করোনার টিকা নিতে এবার ১৮ বছর উত্তীর্ণদের সাহায্য করবে। ভাবছেন তো বিষয়টা ঠিক কী? কাছের কোনও কেন্দ্রে স্লট ফাঁকা হলে অথবা টিকাকরণ শুরু হলেই সেই তথ্য পৌঁছে যাবে আপনার ফোনে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাপ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারবেন আপনি।

সরকারের তরফে প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। তেমনই অ্যাপের মাধ্যমে নিকটবর্তী কোন টিকাদান কেন্দ্রে স্লট ফাঁকা রয়েছে তা জেনে বুক করাও বেশ সমস্যার। সেই কথা ভেবেই কোভিডের টিকার সমস্ত তথ্য জানাতে একটি ওপেন সোর্স ওয়েবসাইট তৈরির করেন অমিত আগরওয়াল। এতে টিকা নিতে আগ্রহীদের সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ভ্যাকসিন অ্যালার্ট পেতে হলে ভ্যাকসিন ট্র্যাকার এনাবেল করতে হবে। দিতে হবে নিজের পিন নম্বর, বয়স। এরপর সিলেক্ট করতে হবে 'ক্রিয়েট ইমেল অ্যালার্ট' অপশন।

প্রোগামার বি. থমাস একটি ওয়েব সাইট তৈরি করেছে পোর্টালে স্লট বুক করার ক্ষেত্রে সমস্ত বয়সীদের তথ্যই দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১৮ উত্তীর্ণ কেউ টিকার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে ওই পোর্টালে গেলে ৪৫ ও ৪৫ উর্ধদের তথ্যও দেখতে পান তিনি। ফলে নিজেদের স্লট বুক করতে গিয়ে অযথা সময় ব্যয় হয়। তবে নতুন এই ওয়েবসাইট ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের তথ্যই মিলবে। এছাড়াও টেলিগ্রামে মিলবে ভ্যাকসিন অ্যালার্ট।

যেসব খাদ্যাভ্যাসে বয়সের ছাপ বাড়ে

ত্বক ভালো রাখতে নিয়মিত এর যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এর জন্য প্রতিদিন সানব্লক ব্যবহার করা, ভালো মতো মুখ ধোয়া এবং সঠিক প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত। এসব বিষয় ছাড়াও ত্বকের সুস্থতায় খাদ্যাভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও মানসিক চাপ কমানো ত্বকের সুস্থতায় অপরিহার্য। আর ত্বকের জন্য ক্ষতিকর ও দ্রুত বয়সের ছাপ ফেলে এমন কয়েকটি খাবারের নাম উঠে এসেছে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ মূলক গবেষণায়। অতিরিক্ত চিনি খাওয়া: খাদ্যাভ্যাসে অতিরিক্ত চিনি বা শর্করা-জাতীয় খাবার থাকা স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

গবেষণায় দেখা গেছে, এটা স্বাস্থ্য ঝুঁকির পাশাপাশি ত্বকের ওপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে দেখা দেয় দ্রুত বয়সের ছাপ। বস্টনের 'ব্রিগাম অ্যান্ড উইমেন'স হসপিটাল অ্যান্ড হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল'য়ের গবেষকদের করা গবেষণার বরাত দিয়ে ইট দিস নট দ্যাট ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানানো হয়, একটা চিনির অণু প্রোটিন বা লিপিডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 'অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন এন্ড (এজিই) প্রোডাক্ট' সৃষ্টি করে। যা ত্বকের বয়স দ্রুত বাড়ায়। পাবমেড ডটগভ'য়ে প্রকাশিত 'স্কিন থেরাপি লেটার' অনুযায়ী, এর ফলে ত্বক দেখতে বুড়োটে লাগে এবং এর আরোগ্য লাভের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে ত্বকে বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার: খাবার তালিকায় চর্বি অত্যাবশ্যকীয় একটা উপাদান। তবে এর অতিরিক্ত গ্রহণ ত্বকের ক্ষতির কারণ হয়।

২০২০ সালে 'নিউট্রিয়েন্টস'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার ত্বকের প্রদাহ বাড়ায়। ফলে ত্বক দেখতে বয়স্ক লাগে এবং সহজের ক্লান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। অতিরিক্ত 'ফাস্ট ফুড': বলা হয়ে থাকে 'ফাস্ট ফুড' বা ভাজাপোড়া-জাতীয় খাবার দ্রুত ত্বকে বয়সের ছাপ ফেলে। কারণ ভাজা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত রেডিকেল নিঃসৃত হয় যা ত্বকের কোষে অতিরিক্ত ক্ষয় ঘটায়। ফলে ত্বকে ফুটে ওঠে নেতিবাচক ছাপ।

ইউএস ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন'য়ের অনলাইন সাময়িকী পিএমসি'তে প্রকাশিত 'ডার্মাটোলজি রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিস' প্রতিবেদন অনুসারে, এই উন্মুক্ত রেডিকেলগুলো ত্বকে প্রবেশ করে স্থিতিস্থপকতার ওপর প্রভাব ফেলে এবং ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ ফেলে। আর্দ্রতা হারানো: যে কোনো ধরনের ত্বকের জন্য এর আর্দ্রতা রক্ষা করা প্রয়োজন। রূপচর্চায় ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি পান করতে হবে। পর্তুগালের 'ইউনিভার্সিডেড লুসোফোনা'স রিসার্চ সেন্টার ফর হেল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিস'য়ের করা 'বায়োমেডিকেল অ্যান্ড বায়োফার্মাসিটিকেল রিসার্চ'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, যারা দিনে দুই লিটার পানি পান করেন তাদের ত্বকের আর্দ্রতা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি বজায় থাকে। পর্যাপ্ত পানি পান ত্বকের জন্য ইতিবাচক প্রভাব রাখে।

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা? অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন। জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি। যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করাঃ সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।" আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

খাওয়ার পর যে কাজগুলো ভুলেও করবেন না, জেনেনিন সবিস্তারে

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব। অপরদিকে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং কয়েক ধরনের ক্যানসারে উন্নত দেশের মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সেই হার অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত একটি সুস্থ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলার কোনও বিকল্প নেই। তা না হলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে নিয়ম না মেনে খেলে কিংবা ভুল খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খাবার গ্রহণের পর এমন কিছু কাজ রয়েছে যা একদমই করা উচিত নয়।

একটু ঘুমিয়ে নেয়া অনেকেরই দুপুরের খাবার খাওয়ার পর একটু ঘুমানোর অভ্যাস আছে। খাওয়ার পরপর ঘুমালে ওজন সহজেই বাড়ে। এটি হজমেও সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই খাওয়া শেষ করেই না ঘুমিয়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক পর ঘুমান। ফল খাওয়া খাবার পর ফল খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। ভরা পেটে ফল খাওয়া একদমই উচিত নয়। কারণ, খালি পেটে ফল খেলে তবেই তার খাদ্যগুণ আমাদের দেহে শোষিত হয়। তাই খাওয়ার পর অন্তত আধাঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত।

কোমরের বেল্ট হালকা করা

শুনতে হাস্যকর মনে হলেও অনেক ভোজন রসিকই খাবার গ্রহণের সুবিধার্থে কোমরের বেল্ট হালকা করে নেন। এটি খারাপ অভ্যাস। কখনোই পেট ভরে খাওয়া উচিত নয় যাতে কোমরের বেল্ট হালকা করতে না হয়।

ধূমপান করা

খাবার শেষ করেই ধূমপান করেন অনেকে। এমনিই ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর, ভরা পেটে তা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়। ভরা পেটে ধূমপান করলে ফুসফুসে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জল পান করা অবশ্যই জল পান করা শরীরের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু খাওয়া শেষ করেই জল পান করবেন না। এতে হজম সহায়ক গ্যাস্ট্রিক রস হালকা হয়ে যায়। ফলে খাবার সহজে হজম হতে চায় না। এই অভ্যাসের কারণে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া খাবার শেষ করেই চা বা কফি পান করা উচিত নয়। আপনি কী ওপরের কাজগুলোর কোনোটা করে থাকেন? আজই তবে অভ্যাস বদলে ফেলুন আর সুস্থ থাকুন।

কোন হাসপাতালে ক'টা বেড খালি? এবার কোভিড চিকিৎসার খুঁটিনাটি তথ্য মিলবে অ্যাপে

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার তৈরি হচ্ছে অ্যাপ। কোন হাসপাতালে ক'টা বেড খালি, কোথায় মিলবে অক্সিজেন? ওই অ্যাপে যাবতীয় তথ্য পাবেন আমজনতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে নামে অ্যাপটি সাধারণ মানুষের হয়রানি খানিকটা কমাতে পারবে বলেই আশাবাদী প্রশাসন।

করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনও। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করে জেলা টাস্ক ফোর্স। সেখানে হাজির ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক রশ্মি কোমল, জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক নিমাইচন্দ্র মণ্ডল-সহ অন্যান্য কর্তারা। বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি কেমন, বিশেষ করে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের পরিস্থিতি কীরকম আছে, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়।

নিমাইবাবু জানিয়েছেন, "জেলার প্রতিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ আছে। এনিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। আগামিদিনে চাহিদা বাড়লে যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেটাও দেখা হবে। ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা ভেবে ব্লকভিত্তিক নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হচ্ছে। যারা ব্লকের সমস্ত বিষয়টি নিজেদের নজরে রাখবেন।"

এদিন জেলা স্বাস্থ্যভবন থেকেও করোনা ও ডেঙ্গু নিয়ে ব্লকস্তরে পৃথক একটি ভিডিও কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকেই আলোচনা হয় বিশেষ এই অ্যাপ নিয়ে। এবিষয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামিকাল থেকেই গুগল প্লে স্টোরে মিলবে এই অ্যাপ। যেখানে খালি বেডের সংখ্যা, অক্সিজেন সহ-যাবতীয় তথ্য মিলবে নিমেষেই।

এদিন টিকাকরনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। আগে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৭০ থেকে ৭২ টি কেন্দ্র থেকে টিকাকরণ হত (সোমবার ও শুক্রবার হত ২৭২ কেন্দ্রে) সেখানে এখন কুড়িরও কম কেন্দ্রে টিকাকরণ হচ্ছে। তাও প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া হচ্ছে না। কোনওরকমে দ্বিতীয় ডোজ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনই টিকা নিতে ভোর থেকেই লম্বা লাইন পড়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। গত শনিবার কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ হাজার টিকা এসেছে। তা দিয়ে কোনওরকমে সামাল দেওয়া হচ্ছে।

ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলে বাঘাযতীন মোড়ে পথ অবরোধ বাম নেতা-কর্মীদের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : কলকাতা পুরসভা নির্বাচন নিয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে শহর। রবিবার সকাল থেকে একের পর এক অশান্তির মধ্যে চলছে কলকাতা পুরসভা ১৪৪টি ওয়ার্ডের ভোট গ্রহণ। কলকাতা পুরসভা ভোটে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগে সরব বাম দলগুলি। ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে বাঘাযতীনে পথ অবরোধে সামিল বাম কর্মী-সমর্থকরা। দলীয় পতাকা হাতে বাঘাযতীন মোড়ে রাস্তায় বসে পড়েছেন বাম কর্মী-সমর্থকরা। ভোটে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভ প্রদর্শনের খবর পেয়ে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সকাল থেকেই ১০১, ১০২ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ডে অবাধ ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ তুলতে থাকেন সিপিআইএম প্রার্থীরা। বেলা বাড়তেই ভোট লুঠের প্রতিবাদে সিপিএম প্রার্থীরা বাঘাযতীন মোড়ে রাস্তা অবরোধে সামিল হন। অবরোধে সামিল হন ভোটের এজেন্টরাও। এজেন্ট ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগও সকাল থেকে উঠছিল রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। এছাড়া ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ ওঠে বিরোধীদের তরফে। এদিকে বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিপিআইএম প্রার্থী আশিস মণ্ডলকে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। এখানে বিভিন্ন বুথে বুথ জ্যামেরও অভিযোগ ওঠে ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধে। এর আগে শনিবার রাতেই ৯১ নম্বর ওয়ার্ডে বাম বুথ এজেন্ট ও তাঁর গোটা পরিবারকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল শাসকদলের বিরুদ্ধে।

উল্লেখ্য, প্রচারকালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় কর্মীদের প্রতি বার্তা দিয়েছেন, যাতে প্রত্যেকটা মানুষ তাঁর নিজের ভোট নিজে দিতে পারেন। তবে পরপর ছাপ্পা, হিংসার ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা তৃণমূল কংগ্রেসের নিচুতলার কর্মীদের কানে পৌঁছেছে।

১০২ নম্বর ওয়ার্ডে দু'বার ভোট দিলেন একই মহিলা, নীরব প্রিসাইডিং অফিসার

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার ভোট গ্রহণ চলছে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে। সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসছে আশান্তির খবর। এরই মধ্যে ভুয়ো ভোটের অভিযোগ কলকাতা পুরসভার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে। এদিন ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের ২৩ নম্বর বুথে বুথে একই মহিলা ভোট দিলেন দু'বার। প্রিসাইডিং অফিসারের সামনে গোটা ঘটনা ঘটলেও তাঁকে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়নি।

ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ওই মহিলা একবার ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে থার্ড পোলিং অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন। তার পর ফের ইভিএমের বোতাম টেপেন তিনি। দু'বার ইভিএমের আওয়াজও শোনা যায়। ওই মহিলার পরে যে ভোটার ছিলেন, তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখা যায়। ঝড়ের গতিতে গোটা ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে। এখনও পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সকাল ৭টা থেকে কলকাতায় পুরসভার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের নিরাপত্তায় থাকছে ২৩ হাজার ৫০০ পুলিশ। সব বুথ, স্ট্রং রুম এবং গণনাকেন্দ্রে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারি থাকছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, দুপুর ১টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে প্রায় ৩৮ শতাংশ। কলকাতা পুর এলাকায় মোট ভোটার ৪০,৪৮,৩৫২ জন। ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি ভোটার রয়েছেন। ৯৫,০৩৮ জন। সবচেয়ে কম ভোটার রয়েছেন ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে ভোটার সংখ্যা ১০,০৩৩। মোট ৪৯৫৯ টি বুথে ভোট গ্রহণ চলছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এর মধ্যে ১১৩৯টি বুথ সংবেদনশীল। ২০২০ সালের মে মাসে কলকাতা পুরসভার নির্বাচিত পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল।

'এটা কী অবাধ ও সুষ্ঠু পুরসভা নির্বাচন' মমতা-অভিষেককে খোঁচা দিয়ে টুইট অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আগেই বলেছিলেন, শান্তিপূর্ণ---অবাধ এবং সুষ্ঠুভাবে ভোট করতে হবে। ত্রিপুরায় পুরসভা নির্বাচনে যা করা হয়েছে বাংলায় তা হবে না। এই পরিস্থিতিতে ব্রজেশ ঝার সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি নিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান তথা রাজ্যের কো—অর্ডিনেটর অমিত মালব্য। টুইটে তিনি লেখেন, 'এটা কী অবাধ ও সুষ্ঠু পুরসভা নির্বাচন? রবিবার কলকাতা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী ব্রজেশ ঝার সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি নিয়ে তিনি টুইট করেন। এমনকী সিসিটিভি—তে স্টিকার লাগিয়ে ছাপ্পা ভোটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে বেলেঘাটায় বলেও তাঁর অভিযোগ। একাধিক টুইট তার সঙ্গে ভিডিও পোস্ট করেন অমিত মালব্য। এদিন তিনি টুইটে লেখেন, 'এটা কী অবাধ ও সুষ্ঠু পুরসভা নির্বাচন? এখানে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী ব্রজেশ ঝাকে পুলিশ ধাক্কাধাক্কি করছেন। কার নির্দেশে এই কাজ করছে পুলিশ? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি তাঁর ভাইপো, কে এখন সুপার সিএম? নির্বাচন কমিশন এবং আদালতের বিষয়টি নজর দেওয়া উচিত।' এদিন বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়েছিল। কারণ ব্রজেশ ঝা কোনও নির্দল প্রার্থীকে বুথের ভিতরে জোর করে ঢোকাতে গিয়েছিলেন। যা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে বলে অভিযোগ। সেটা নিয়েই টুইট করেছেন অমিত মালব্য। আর ভোটগ্রহণ শুরুর আগেই উত্তেজনা ছড়ায় ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে। সেখানে বন্ধ করে দেওয়া হয় খান্না হাইস্কুল বুথের সিসিটিভি ক্যামেরা। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করার অভিযোগ করে বিজেপি।

মঙ্গলদৈ থানার ওসি মস্কো শইকিয়ার আকস্মিক প্রয়াণ

মঙ্গলদৈ (অসম), ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অসমের দরং জেলা সদর মঙ্গলদৈ থানার ওসি মস্কো শইকিয়ার আকস্মিক প্রয়াণ ঘটেছে। জানা গেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন সদর থানার ওসি শইকিয়া। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল শনিবার রাতে থানায় ডিউটিতে ছিলেন ওসি শইকিয়া। কিন্তু আচমকা তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে তিনি প্রবল রক্তচাপ এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়ে শীঘ্র গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন। যথারীতি কালবিলম্ব না করে পুলিশ অফিসার মস্কো শইকিয়াকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন একজন দক্ষ পুলিশ অফিসার মস্কো শইকিয়া। মস্কো শইকিয়ার আকস্মিক প্রয়াণের খবরে তাঁর পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন-তো বটেই বহু অনুরাগী শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ছেন। মঙ্গলদৈয়ে আসার আগে যে সব থানা বা অন্যত্র নিয়োজিত ছিলেন, সে সব স্থানে বেশ সুনামের সঙ্গে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। সাধারণ জনতার সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। তাই সংশ্লিষ্ট বহু সংগঠন এবং ব্যক্তি শইকিয়ার অকাল মৃত্যুকে গভীর শোক ব্যক্ত করে তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে প্রয়াতের পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

সরকার উর্দু ভাষার প্রসারের চেষ্টা করছে : আকিল আহমেদ

নাসিক, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী দেশে উর্দু ভাষার প্রসারের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ডেভেলপমেন্ট অব উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজ (এনসিপিইউএল)-র পরিচালক ডঃ আকিল আহমেদ দাবি করেছেন।

ডঃ আকিল আহমেদ শনিবার মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার মালেগাঁওয়ে আয়োজিত উর্দু বই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ডঃ আহমেদ বলেন, ছোটবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসা। তিনি আশাপ্রকাশ করেন, শিশুসাহিত্যের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হোক। ভালো বই ও মানসম্মত সাহিত্য পড়ে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। এতে ভবিষ্যতে আরও ভালো লেখক ও চিন্তাশীল নাগরিক তৈরি হবে। তিনি বলেন, মালেগাঁওয়ে উর্দু ভাষা জানেন এমন অনেকেই আছেন। ফলে সারা দেশ থেকে উর্দু প্রকাশ করা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে মালেগাঁও এসেছেন। এই বই প্রদর্শনীতে সারাদেশের ১৬৮ জন প্রকাশক তাদের স্টল রেখেছেন। ডঃ আহমেদ এই প্রকাশকদের উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

গোয়া মুক্তি দিবসে গোয়াবাসীকে অভিনন্দন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : আজ ১৯ ডিসেম্বর, গোয়া মুক্তি দিবস। এই উপলক্ষে এদিন গোয়া মুক্তি দিবসে গোয়াবাসীকে অভিনন্দন জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি এদিনে গোয়ার বীর স্বাধীনতা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। রবিবার সকালে তিনি টুইটবার্তায় গোয়ার এই বিশেষ দিনে গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতি শ্রদ্ধা এবং গোয়ার ভাই-বোনদের শুভেচ্ছা জানান। প্রসঙ্গত ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর সাড়ে চারশ বছরের পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে এদিন গোয়া স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তাই প্রতিবছর এইদিনটিকে তারা গোয়া মুক্তি দিবস হিসাবে পালন করে থাকে।

উদয়পুরে যানবাহনে বরফের স্তর

উদয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : শনিবার রাত থেকে উদয়পুরে শীত বেড়েছে, যার প্রভাব রবিবার সকালে দেখা গেছে। উদয়পুরের খোলা এলাকায় যানবাহনের ওপর তুষারস্তর দেখা গেছে। কোথাও গাড়ির গায়ে বরফের স্তর আবার কোথাও মোটরসাইকেলের সিটে বরফের স্তর। লোকেরা সোশ্যাল মিডিয়ায় বরফের ছবিও শেয়ার করেছে এবং লিখেছে শীত এসেছে। এমনকি সকালে ও বিকেলে হালকা গরম জল ছাড়া স্নান করা যুদ্ধে যাওয়ার মতো হয়ে গেছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হতে না হতেই শীত তার রং দেখাতে শুরু করেছে। গত মাসেও মাভাথের তিন দিনেও শীতের তেমন অনুভূতি হয়নি যতটা এখন হচ্ছে। কেউ কেউ আরও বলেন, এখন যারা বদ্ধ ঘরে হিটার-ব্লোয়ারে বসে মিডিয়ায় আসন্ন আবহাওয়ার ছবি ও খবর দেখে ঠাণ্ডা অনুভব করছেন তারাও নিশ্চয়ই শীত অনুভব করতে শুরু করেছেন।

ভোট দিলেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : ভোট দিলেন সস্ত্রীক রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। রবিবার সকালে সস্ত্রীক প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে ভোট দেন তাঁরা। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে নির্বাচন কমিশনের প্রতি অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে রাজ্যপাল বলেন, "গতকাল গভীর রাতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস এক নির্দেশ জারি করেন। যেখানে বলা হয়, পোলিং বুথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবলমাত্র নিরাপত্তারক্ষীদের নিয়ে ঢুকতে পারবেন। আপনারা দেখেছেন, আমার নিরাপত্তারক্ষীরা সেই নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালন করেছেন।"

প্রসঙ্গত, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাতে এই নির্দেশিকা জারি করার পর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী টুইটে অভিযোগ করেন, কালীঘাটের নির্দেশেই এই বিজ্ঞপ্তি। মমতা ও অভিষেকের নাম না নিলেও তিনি লেখেন, 'জেড প্লাস নিরাপত্তা পান এমন ভোটার কলকাতা পুর এলাকায় রয়েছেন একমাত্র পিসি ও ভাইপো। তাঁদের সুবিধার জন্যই এই বিজ্ঞপ্তি।' তৃণমূলের অভিযোগ, রাত পোহাতে একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের মুখ থেকেও।

চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার জেনিফার ব্র্যাডি-র

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : পায়ের চোটের কারণে আসন্ন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন মার্কিন মহিলা টেনিস খেলোয়াড় জেনিফার ব্র্যাডি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের অফিসিয়াল টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে এই তথ্য জানানো হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পক্ষ থেকে টুইট করা হয়েছে, আমাদের ২০২১ সালের ফাইনালিস্ট জেনিফার ব্র্যাডি বাম পায়ের চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২২ থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। আপনার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি, জেন। প্রসঙ্গত, অস্ট্রেলিয়ান ওপেন আগামী বছরের ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে।

আজ গোয়ায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, যোগ দেবেন গোয়া মুক্তি দিবস উদযাপনে

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ রবিবার গোয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন বেলা ৩ টায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে গোয়া মুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তিনি 'অপারেশন বিজয়'-এর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রবীণ সৈনিকদের সংবর্ধনা দেবেন। এছাড়াও আরও অনেক কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর গোয়ায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তার মধ্যে রয়েছে-নতুন করে সংস্কার করা ফোর্ট আগুয়াদা জেল মিউজিয়াম, গোয়া মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে সুপার স্পেশালিটি ব্লক, নিউ সাউথ গোয়া জেলা হাসপাতাল, মোপা বিমানবন্দরে এভিয়েশন স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার এবং ডাবোলিম-নাভেলিমে গ্যাস-ইনসুলেটেড সাবস্টেশন। পিএমও জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী গোয়াতে বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ট্রাস্টের ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ লিগ্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করবেন।

ঝাড়খণ্ডে নতুন করে ১৮ জন করোনা আক্রান্ত

রাঁচি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : ঝাড়খণ্ডে গত ২৪ ঘন্টায় ১৮ টি নতুন করোনা কেস পাওয়া গেছে। এই সময়ে রাজ্যের ১৯ জেলায় কোনও করোনা রোগী পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে একটিও রোগী করোনায় মারা যাননি, যখন ১৫ জন করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের মতে, রাঁচি থেকে ছয়টি, কোডারমা থেকে তিনটি, পূর্ব সিংভূম (জামশেদপুর) থেকে সাতটি, ধানবাদ থেকে একটি এবং বোকারো থেকে একটি নতুন কেস পাওয়া গেছে। রাজ্যে মোট কোভিড আক্রান্ত এখন দাঁড়িয়েছে ৩৪৯৫২২ জন। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩৪৪২৪১ রোগী সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে এখনও পর্যন্ত ৫১৪২ রোগী করোনায় মারা গেছেন। এ পর্যন্ত রাজ্যে করোনার ১৩৯ জন করোনা আক্রান্ত রয়েছে। ঝাড়খণ্ডে করোনার পুনরুদ্ধারের হার ৯৮.৪৯ শতাংশ। রাঁচিতে, গত ২৪ ঘন্টায় পাওয়া করোনার ছয়জন রোগী সহ মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ জন। জেলায় মোট রোগীর সংখ্যা ৮৬৪৭৪ জন। এর মধ্যে মোট ৮৪৮১৫ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন। রাঁচিতে করোনায় ১৫৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।

দেশে বাড়ছে ওমিক্রন আক্রান্ত কমল করোনার অ্যাকটিভ কেস

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : বিশ্বজুড়ে ওমিক্রন আক্রান্তের মধ্যেই ভারতে লাগাতার স্বস্তি দিচ্ছে করোনা পরিসংখ্যান। প্রায় প্রতিদিনই কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের সংখ্যাও কমবেশি ৭ হাজারের আশেপাশেই থাকছে। তবে, সামান্য উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যেই দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৬। কেরলে নতুন করে বাড়ছে করোনার এই অতি সংক্রামক এই স্ট্রেনের সংক্রমণ। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭ হাজার ৮১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

যা গতকালের তুলনায় সামান্য কম। মারণ ভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে প্রাণ হারিয়েছেন ২৬৪ জন। এই সংখ্যাটাও আগের দিনের থেকে সামান্য কম। এখনও পর্যন্ত করোনায় দেশে মোট মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪২২ জন। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগী ৮৩ হাজার ৯১৩ জন। যা ৫৭০ দিনের মধ্যে সর্বনিম্ন। ধীরে ধীরে বাড়ছে সুস্থতার হারও। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৪১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৯৪০ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ৭ হাজার ৪৬৯ জন। সুস্থতার হার ৯৮.৩৮ শতাংশ।

করোনার ওমিক্রন হানা রুখতে টিকাকরণই হাতিয়ার কেন্দ্রের। ইতিমধ্যেই দেশে করোনার টিকার ১৩৭ কোটি ডোজ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৬ লক্ষ টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা পরীক্ষা হয়েছে ১২ লক্ষ ১১ হাজার ৯৭৭ জনের।

ফিলিপিন্স জুড়ে ঘূর্ণিঝড় রাই-এর তাণ্ডব, মৃত অন্তত ৭৫

মানিলা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : আমেরিকার পর এবার ঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত ফিলিপিন্স। শক্তিশালী টাইফুনের ধাক্কায় মৃত অন্তত ৭৫। নিখোঁজ বহু। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে দ্বীপবাসীর কাছে জল-খাবার পৌঁছনো সম্ভব হচ্ছে না। টাইফুন রাই-এর তাণ্ডবে বিপর্যস্ত ফিলিপিন্স। দেশের মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এই ঘূর্ণিঝড় ইতিমধ্যেই ৭৫ জনের প্রাণ কেড়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। আশঙ্কা, মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আহতের সংখ্যা তিন বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। ঝড়ের প্রভাবে দেশের বেশির ভাগ প্রদেশ জুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা তো ব্যাহত হয়েছেই, একই পরিস্থিতি টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থারও।

সর্বোচ্চ প্রায় ১৯৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বয়ে চলা এই ঘূর্ণিঝড় সাম্প্রতিককালে ফিলিপিন্সে আছড়ে পড়া ঝড়গুলির মধ্যে সবচেয়ে বিধ্বংসী ছিল বলে আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, টাইফুন রাই-এর প্রভাব এড়াতে ঘরছাড়া কমপক্ষে ৩ লক্ষ মানুষ। রবিবার সকাল পর্যন্ত ৭৫ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। বহু এলাকায় এখনও উদ্ধারকারী দল পৌঁছতে পারেনি। ফলে সেই সমস্ত এলাকায় আটকে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুরু হয়েছিল ঝড়ের তাণ্ডব। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৯৫ কিলোমিটার। প্রসঙ্গত, বছর শেষে একের পর এক টর্নেডো হানায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি। নিরাপত্তার স্বার্থে কেনটাকিতে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। কেনটাকিতেই অন্তত ৭০ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ঘর হারিয়েছেন আরও বহু মানুষ।

মানিকতলায় বিরিয়ানি, চিকেন চাপ খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

কলকাতা,১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে কলকাতা পুরসভার ভোট। পুরসভার ভোটে বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এরই মাঝে মানিকতলায় বিরিয়ানি, চিকেন চাপ খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে।

কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডে চলছে পুরভোট। আগামী ২১ ডিসেম্বর পুরভোটের ফল। কার মাথায় উঠবে মুকুট সেদিকেই বর্তমানে নজর রাজনীতিক দলগুলোর। কিন্তু অপরদিকে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা। এরই মাঝে মানিকতলায় ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে বিরিয়ানি চিকেন চাপ খাইয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপির বিরুদ্ধে এই অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী অমিও হাজরা। অপরদিকে এই ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল প্রার্থী অয়ন চক্রবর্তী।

২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবীর পোশাক ছেঁড়ার অভিযোগ, রিপোর্ট তলব কমিশনের

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : রবিবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হল কলকাতার পুরভোট। কলকাতা পুরসভার ১৪৪ টি ওয়ার্ডের নির্বাচনের আগে নিরাপত্তার চাদরে শহরকে মুড়ে দিয়েছে কলকাতা তথা রাজ্য পুলিশ।

এদিন সকালে কলকাতা পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে অশান্তি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ বিজেপি-র। জোড়াবাগান এলাকায় বিজেপি প্রার্থী মীনাদেবী পুরোহিতের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, "বহিরাগতদের নিয়ে বুথ দখলের চেষ্টা করছিল তৃণমূল। আমি বাধা দেওয়ায় আমাকে মারধর করে দুষ্কৃতীরা। পোশাক ছিঁড়ে দেয়।" তৃণমূল প্রার্থী শ্যামপ্রকাশ পুরোহিতের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। একই ওয়ার্ডের নির্দল প্রার্থীকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

এদিকে কোভিডবিধি মেনেই ভোটগ্রহণ হচ্ছে কলকাতায়। থার্মাল গানের মাধ্যমে তাপমাত্রা মেপে বুথে ঢোকানো হচ্ছে ভোটারদের।

স্যানিটাইজারের ব্যবস্থাও রয়েছে বুথে বুথে।

গোয়া মুক্তি দিবসে বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : আজ ১৯ ডিসেম্বর, গোয়া মুক্তি দিবস। এই উপলক্ষে এদিন গোয়া মুক্তি দিবসে গোয়াবাসীকে অভিনন্দন জানালেন অভিনন্দন জানালেন দেশের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পাশাপাশি এদিনে তিনি গোয়ার বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি।

রবিবার সকালে তিনি টুইটবার্তায় গোয়ার এই বিশেষ দিনে গোয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রতি শ্রদ্ধা এবং গোয়ার ভাই-বোনদের শুভেচ্ছা জানান।

আবার এদিনই গোয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন বেলা ৩ টায় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে গোয়া মুক্তি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে তিনি 'অপারেশন বিজয়'-এর স্বাধীনতা সংগ্রামী ও প্রবীণ সৈনিকদের সংবর্ধনা দেবেন। প্রসঙ্গত ১৯৬১ সালের ১৯ ডিসেম্বর সাড়ে চারশ বছরের পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে এদিন গোয়া স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তাই প্রতিবছর এইদিনটিকে তারা গোয়া মুক্তি দিবস হিসাবে পালন করে থাকে।

হিন্দুস্থান সমাচার/সঞ্জয়

পুনেতে গণপতি মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

পুনে, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : রবিবার মহারাষ্ট্রের পুনেতে গণপতি মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একদিন সকালে মহারাষ্ট্র পুনের দাগদুশথা হলোই গণপতি মন্দিরে গণপতি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য ও পূজা-অর্চনা নিবেদন করেন। জানা গিয়েছে, এদিন তিনি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। যার মধ্যে অন্যতম ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পুনে শহরের দলের কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে বসবেন। এর আগে গতকাল তিনি সিরিডির সাই বাবা মন্দির পূজা নিবেদন করেন। প্রসঙ্গত গত দু''দিনের সফরে তিনি মহারাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন।

সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ৯ শতাংশ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : রবিবার সকাল থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। এদিন সকাল ৯ টা পর্যন্ত কলকাতা পুরসভায় ভোটদানের হার ৯ শতাংশ। এদিন সকাল থেকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ১৪৪টি বুথ। মোতায়েন সাড়ে ২৩ হাজার পুলিস। কলকাতা পুরভোটে এ বার মোট ভোটার ৪০,৪৮,৩৫২ জন। সবচেয়ে বেশি ভোটার ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ৯৫,০৩৮ জন। সবচেয়ে কম ভোটার ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ১০,০৩৩ জন। কমিশন সূত্রে খবর, ১৪৪ ওয়ার্ডে মোট বুথ সংখ্যা ৪ হাজার ৯৫৯টি। ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ১ হাজার ৬৭০। এর মধ্যে ১১৩৯টি বুথকে সংবেদনশীল বলে চিহ্নিত করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। কলকাতা পুরসভায় মোট ওয়ার্ড ১৪৪টি। আর ম্যাজিক ফিগার ৭৩। লড়াইয়ে আছে তৃণমূল-বাম-বিজেপি। মোট প্রার্থী ৯৫০ জন। এর মধ্যে আবার ৩৭৮ জন নির্দল প্রার্থী। ৪০ লক্ষের বেশি ভোটার এই ৯৫০ জনের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন। পুরভোটে নিরাপত্তার দায়িত্ব কলকাতা পুলিশ। থাকছে সাড়ে ২৩ হাজার পুলিশ কর্মী। প্রতি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একজন সাব ইন্সপেক্টর বা অ্যাসিট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরের নেতৃত্ব ২-৪ জন সশস্ত্র পুলিশ কর্মী মোতায়েন। থাকছেন লাঠিধারীরাও।

মেটিয়াবুরুজে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ

কলকাতা,১৯ ডিসেম্বর (হি. স.): রবিবার সকাল থেকেই শহর ব্যস্ত পুরভোট নিয়ে। কিন্তু পুরভোটকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। এরই মাঝে মেটিয়াবুরুজে ১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ বিরোধীদের। মেটিয়াবুরুজে ১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী রেহামত আলম আনসারী। এই ওয়ার্ড- এ বিরোধীদের অভিযোগ,

১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডে ৬টি বুথের দরজা বন্ধ করে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার। বিরোধী দলের অভিযোগ, পুলিশের সামনেই বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। তারপর চলে ছাপ্পা ভোট। ঘটনায় উতপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। যদিও এই প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া মেলেনি তৃণমূলের।

জাকারিয়া স্ট্রিটে শাড়ির গুদামে আগুন, দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : পুরভোটের দিন সাত সকালে শহরে আগুন। জাকারিয়া স্ট্রিটে শাড়ির গুদামে আগুন লেগে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন। প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কী ভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লাগায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। যদিও ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে কিছুটা বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। শাড়ির গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রচুর পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

২২ ডিসেম্বর থেকে বরাক উপত্যকার বদরপুর পর্যন্ত চলবে ভিস্টাডোম টুরিস্ট ট্রেন

গুয়াহাটি, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবশেষে বরাক উপত্যকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে পর্যটকদের জন্য ভিস্টাডোম কোচ সংযুক্ত ট্রেন। তবে শিলচর বা করিমগঞ্জ পর্যন্ত নয়, গুয়াহাটি থেকে বদরপুর পর্যন্ত আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট ট্রেনটি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেলওয়ে বোর্ড। প্রসঙ্গত, অসমে প্রথম গত ২৮ আগস্ট গুয়াহাটি থেকে নিউহাফলং পর্যন্ত ভিস্টাডোম ট্রেন চালু হয়েছিল।

আজ রবিবার সকালে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে পতাকা নেড়ে গুয়াহাটি-নাহরলগুন (অরুণাচল প্রদেশ) নাহরলগুন-ডিব্রুগড় (অসম), দুটি ভিস্টাডোম টুরিস্ট কোচ সংযুক্ত দুটি ট্রেনের শুভ সূচনা করেছেন দুই মুখ্যমন্ত্রী অসমের ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও অরুণাচল প্রদেশের পেমা খান্ডু এবং ভারতীয় রেলওয়ে দফতরের প্রতিমন্ত্রী দর্শনা জারদোশ। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন অসমের পরিবহণ মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, মন্ত্রী বিমল বরা, গুয়াহাটির সাংসদ কুইন ওঝা, গুয়াহাটির বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের জিএম আনসুল গুপ্তা প্রমুখ দফতরের অন্য উচ্চপদস্থ ও পদস্থ আধিকারিকরা।

ভিস্টাডোমের দৌলতে ডিমা হাসাও জেলায় পর্যটকদের ভিড় বেড়েই চলছে। কারণ এই ট্রেনে পর্যটক ছাড়া সাধারণ যাত্রীচড়তে পারেন না। অত্যাধুনিক এই ট্রেনের টিকিটের দামও অনেক বেশি। তাই শুধু পর্যটকদের জন্য ভিস্টাডোম ট্রেনের প্রচলন করা হয়েছে। এবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ বিশেষ এই পর্যটকবাহী ট্রেনটি বদরপুর পর্যন্ত চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষের ধারণা, পর্যটকদের বেশি পছন্দের জায়গা ডিমা হাসাও। তাই ট্রেনটি নিউহাফলং আসার পরই সম্পূর্ণ খালি হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় বদরপুর পর্যন্ত কতজন পর্যটক বহন করবে ভিস্টাডোম ট্রেন তা পরবর্তীতে বিবেচনা করবে রেল বোর্ড। তবে বদরপুর পর্যন্ত চলাচল করলে টিকিট বিক্রির চাহিদা বাড়াতে হবে। তার উপরই নির্ভর করবে বদরপুর পর্যন্ত ট্রেনটি চলাচল করার বিষয়।

ডিমা হাসাও হচ্ছে দক্ষিণ অসমের এক বৃহৎ পর্যটন কেন্দ্রস্থল। সম্প্রতি হাফলং ফাস্টেস মোভার সিটির পুরস্কার পেয়েছে। তাই পর্যটকদের প্রথম পচ্ছন্দ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৈলশহর হাফলং, জাটিঙ্গা, উমরাংসো পানিমর ও মাইবাং শহর। তাই অসমের এক অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে উঠেছে ডিমা হাসাও। তবে ২২ ডিসেম্বর থেকে নিউ হাফলঙের বদলে ভিস্টাডোম ট্রেনটি বদরপুর পর্যন্ত চলাচল করবে। ১৫৮৮৮/১৫৮৮৭ ট্রেনটি প্রতি বুধ ও শনিবার গুয়াহাটি থেকে সকাল ৬-টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে বদরপুর গিয়ে পৌঁছবে দুপুর ২-টা ২০ মিনিটে। বদরপুর থেকে ট্রেনটি গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে ফিরবে বিকেল ৩-টা ১৫ মিনিটে এবং গুয়াহাটি গিয়ে পৌঁছবে রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে। ৩৪১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবে সাত ঘণ্টা ৩০ মিনিটে। পাহাড়ি রেলওয়ে ট্র্যাক দিয়ে ৪৬ কিলোমিটার গতিবেগে চলাচল করবে ভিস্টাডোম ট্রেন, এক বিজ্ঞপ্তি যোগে এ কথা জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ছাড়ার পর অপারেশন্যাল কাজের জন্য দাঁড়াবে প্রথমে মান্দারডিসা। তার পর মাইবাং, হাফলং, জাটিঙ্গা, লামপুর, হারাঙ্গাজাও স্টেশনে দাঁড়াবে বিশেষ ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট ট্রেনটি।

‘অশান্তিতে তৃণমূল জড়িত থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেব’: অভিষেক

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): ভোটের দিনও কলকাতার নানা প্রান্তে বিক্ষিপ্ত অশান্তির খবর পেয়ে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিয়ে তিনি বললেন, “অশান্তির ভিডিও ফুটেজগুলো প্রকাশ্যে আনুন। আমরা সেসব খতিয়ে দেখব। যদি তৃণমূলের কেউ জড়িত থাকে, তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কঠিনতম ব্যবস্থা নেবে দল।”

কলকাতা পুরসভার ৭৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানকার মিত্র ইনস্টিটিউশনে রবিবার দুপুরে ভোট দিতে যান তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, “আমাদের কেউ জড়িত আছে এমন প্রমান দিতে পারেন, দলীয় ও প্রশাসনিক স্তরে কড়া ব্যবস্থা নেব। নজিরবিহীন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলমত নির্বিশেষে কেউ যদি জড়িত থাকে তাহলে প্রশাসনকে বলব কঠোর ব্যবস্থা নিতে।” এরপর বিরোধীদের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, “বিজেপি এজেন্ট পাচ্ছে না। নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। অন্য কেউ এজেন্ট না পেলে আমরা কী করব?”

পুরভোটে অশান্তির অভিযোগ তুলে আজ শহরজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। বিকেলের পর তাঁরা পথ অবরোধে নামবেন। এ নিয়ে অভিষেককে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, “বিজেপি আর টিএমসি-র মধ্যে যে ফারাক আছে, তা আজ মানুষ বুঝতে পারছে। অজুহাত কিছু লাগবে। তাই বিক্ষোভ দেখানোর কথা বলছে বিজেপি।” পাশাপাশি এও তিনি জানিয়েছেন যে অশান্তি বাধানোর ঘটনায় যদি কোনওভাবে তৃণমূলের কারও যোগ থাকে, তাহলে দল তাঁর বিরুদ্ধে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেবে।

প্রসঙ্গত, ভোটের আগেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ত্রাস প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তাঁর বার্তা ছিল. অশান্তির ঘটনায় তৃণমূলের কেউ যুক্ত থাকলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। কোনও নেতার ছত্রছায়ায় থেকেও রেহাই মিলবে না। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই বার্তা কতটা নীচুতলা পর্যন্ত পৌঁছবে, কর্মীরা তাঁর কথায় কতটা মান্যতা দেবেন অথবা প্রকাশ্যে একথা বললেও পুরোটাই কি আইওয়াশ, এনিয়ে জোর চর্চা চলছিল বাংলা জুড়ে। ভোটের দিন ফের সেই একই বার্তাই দিলেন অভিষেক। তবে ভোটের দিন দেখা গেল সেই সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেই দিনভর সরব হলেন বিরোধীরা। কেউ কেউ দাবি করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মীদের শাস্তি দেওয়ার কথা বলে আসলে কর্মীদের নিজেদের পুরানো খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আবার এমনও তোপ ধেয়ে এসেছে যে, অভিষেকবাবুরা ত্রিপুরার পুরসভার ভোট নিয়ে সরব হলেও, তারাও ভোটটা করলেন ত্রিপুরার মডেলেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

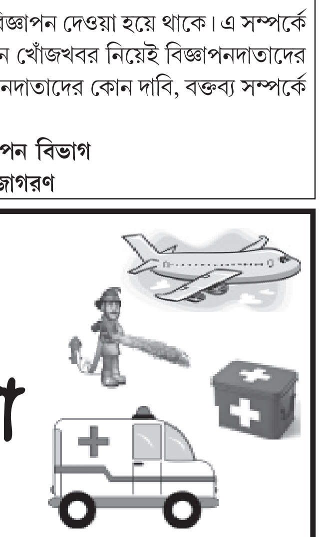

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নাশকতার আগুনে পুড়ল জমির ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। অগ্নি কান্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই জমির ধান। অল্পতে রক্ষা পেল অন্যান্য কাটা ধান গুলো। কিসের থেকে আত্বগুনের সূত্রপাত জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে নাশকতা মুলক আগুন। ঘটনা শনিবার গভীর রাতে আনুমানিক রাত একটা ত্রিশ মিনিট নাগাদ বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ বিধান সভার সাড়াসীমা এলাকার লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন রাস্তায়। এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সহ রহস্যের গুঞ্জন উঠতে শুরু হয়েছে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের একটি ইঞ্জিন।

এলাকাবাসীর সহযোগিতায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় এক কানি জমির ধান। অল্পতে রক্ষা পেল রতন সরকারের অন্যান্য ধানগুলো। জানা যায় সাড়াসীমা বাসিন্দা রতন সরকার শনিবার রাত পর্যন্ত ধান ওঠানোর কাজ করে বাকি ধান গুলো শুকানোর জন্য রাস্তায় রেখে দেয়। শনিবার রাত দেড়টা নাগাদ কেবা কারা ওনার ধানে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাত্রি বেলায় বিয়ের বরযাত্রীরা বাড়িতে ফেরার পথে ঘটনা দেখে চিৎকার চেঁচামেচি করতেই ছুটে আসে এলাকার লোকজনেরা। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও পুড়ে ছাই হয়ে যায় রতন সরকারের জমি থেকে ওঠানো এক কানি জমির ধান। । ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আনুমানিক বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার ধান পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে জানা যায়।

পুরসভার ভোটে দিনভরের অশান্তির খবর ভিত্তিহীন, ভোট দিতে এসে দাবি মমতার

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার ভোট গ্রহণ চলছে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে।সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে দিনভর এলো সন্ত্রাসের নানা অভিযোগ।তবে এদিনের কোনও অভিযোগকে পাত্তা দিলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বিরোধীদের সব অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “কেউ ভোটে প্রার্থী দিতে পারছে না, ভোট হচ্ছে না, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।”

কোথাও বোমাবাজি, কোথাও প্রার্থীর ব্লাউজ ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ, কোথাও আবার ইভিএম ভাঙচুরের চেষ্টার অভিযোগ। বিভিন্ন বুথে বিরোধী এজেন্টদের বসতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তবে রবিবার পুরসভার ভোটের প্রায় শেষলগ্নে ভোট দিতে এসে তিনি সেসব ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিকেল ৪ টে নাগাদ ভ্রাতৃবধূ তথা নিজের ওয়ার্ডের প্রার্থী কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে মিত্র ইনস্টিটিউশনে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। বলেন, “শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। মানুষ শান্তিতে ভোট দিচ্ছে, আমি খুশি।” পুরভোটের সকাল থেকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। সেই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “কেউ ভোটে প্রার্থী দিতে পারছে না, ভোট হচ্ছে না, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পরিকল্পনামাফিক নানারকম অভিযোগ করা হচ্ছে।”

পুরসভা ভোটে নিরাপত্তা নিয়ে কলকাতা পুলিশের ভূমিকার প্রশংসাও শোনা গেল মমতার মুখে। তাঁর কথায়, কলকাতা পুলিশ তাদের সেরাটা দিয়েছে। সে জন্যই কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি।এদিন, মুখ্যমন্ত্রী যাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই মিত্র ইনস্টিটিউশনে ভোট দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, “অশান্তিতে আমাদের কেউ জড়িত আছে এমন প্রমাণ দিতে পারলে, দলীয় ও প্রশাসনিক স্তরে কড়া ব্যবস্থা নেব। নজিরবিহীন ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আক্রান্ত স্বামী, থানার দ্বারস্থ শাসক দলের মহিলা গ্রাম প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ ডিসেম্বর।। খোদ শাসক বিজেপি দলের জনপ্রতিনিধি তথা প্রধান।পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা কোথায় বলে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দিলেন সরাষ্ট্র দপ্তরকে। এত দিন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এবার খোদ শাসক বিজেপি দলের প্রধান, লক্ষী চৌধুরীর পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই লক্ষী চৌধুরী বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের অধীন দক্ষিণ ভারত চন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের শাসক বিজেপি দলের প্রধান। নিগো বানিজ্যকে কেন্দ্র করে স্বদলীয় কর্মীর হাতে আক্রান্ত প্রধানের স্বামী সনঞ্জিত চৌধুরী। আক্রমনকারীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাবিতে বিলোনিয়া থানাতে দ্বারস্থ প্রধান। ঘটনা গত ৪ঠা ডিসেম্বর বিকেলে, বিলোনিয়া মনুরমুখ তবলা চৌমুহনি এলাকায়। রাজন দেবনাথ, দুর্যোধন দে ও সুমন দত্ত এই তিন জন বিজেপির কার্যকর্তার বিরুদ্ধে আক্রমনের অভিযোগ তুলে বিলোনিয়া থানাতে মামলা দায়ের করে প্রধান লক্ষী চৌধুরী ঘটনার দিন। প্রধান লক্ষী চৌধুরী সহ স্বামী সঞ্জীৎ চৌধুরীর অভিযোগ বিলোনিয়া থানাতে মামলা হওয়ার পরেও পুলিশ মামলা নিতে বিভিন্ন তালবাহানা শুরু করেছে। কখনো বা বিলোনিয়া থানার ওসি থানাতে ডেকে নিয়ে বলছে দায়েরকৃত মামলার লেখা ভুল হয়েছে , কখনো বা বলে মামলা আদালতে পাঠানো হয়েছে। প্রধান সহ প্রধানের স্বামী মামলার নম্বর সহ রেজিষ্ট্রিকৃত মামলার কপি চাইলে থানার ওসি পাঠিয়ে দিচ্ছে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে এমনই অভিযোগ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সাথে দেখা করতে চাইলে, আধিকারিক নিজ অফিসে থাকলেও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয়ের কর্মীরা বলছে স্যার অফিসে নেই। প্রধান সহ প্রধানের স্বামী বিলোনিয়া থানাতে বার বার দ্বারস্থ হবার পরেও পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। রবিবার দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের দ্ধারস্ব হয়ে , মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে পুলিশের দ্বিচারিতা ভুমিকা ও মামলা নিয়ে অভিযোগ তুলে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন পুলিশের বিরুদ্ধে। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তক্রমে সুবিচারের আবেদন জানান প্রধান সহ তার স্বামী।

বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া পুরভোট হয়েছে শান্তিতেই, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৩.৩৭ শতাংশ : নির্বাচন কমিশন

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি. স.) : দিনভর কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া কলকাতা পুরসভার ভোট গ্রহণ হয়েছে শান্তিতেই। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৩.৩৭ শতাংশ হারে। রবিবার কলকাতা পুরসভা ১৪৪ ওয়ার্ডে ভোট গ্রহণ শেষে এমনটাই জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস। একই সঙ্গে কমিশন স্পষ্ট করল বুথ দখলের কোনও অভিযোগ নেই। কমিশনের ঘোষণা, ভোট প্রক্রিয়া কোথাও বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়নি। তারা জানিয়েছে, কোথাও কোনও অচল সিসিটিভি ছিল না। গতকালই ডিএম-এর থেকে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নেওয়া হয় বলেও জানায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

কমিশন জানিয়েছে, রবিবার কলকাতা পুরসভার ১৪৪টা ওয়ার্ডে ভোট হয়েছে। ১৬৫৬ কেন্দ্রে, ৪৯৫৬ বুথে ভোট হয়েছে। দুটো বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। একটা খান্না হাইস্কুলের সামনে। ওখানে কেউ হতাহত হয়নি। দ্বিতীয়টি, এপিসি ক্রসিংয়ের কাছে ঘটেছে। তাতে তিন জন আহত হয়েছেন। ঘটনায় এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নানা অভিযোগের ভিত্তিতে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ১৯৫ জন গ্রেফতার হয়েছে বলেও জানায় নির্বাচন কমিশন। এ দিন মোটি ৪৫৩ টি অভিযোগ কমিশনের দফতরে জমা পড়েছে। ৫৫টি ইভিএম খারাপ হয়েছিল, তা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৩.৩৭ শতাংশ।

কলকাতা পুলিশের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মুখে। তারা জানিয়েছে, পুলিশ স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করেছে। সুষ্ঠু ভাবে ভোট করানোর জন্য কমিশন পুলিশকে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা পুলিশ পালন করেছে বলেও আজ জানিয়েছে কমিশন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস জানিয়েছেন, “প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ৪৯৫৯ বুথের মধ্যে মাত্র দুটি ঘটনা, এটা হতেই পারে। বুথ দখল নিয়ে অভিযোগ এসেছে। রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টের পর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।” রবিবার ভোট শুরু হতেই উত্তেজনা ছড়ায় ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডে। ভোট চলাকালীনই সিসিটিভি বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তোলেন ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেস প্রার্থী নন্দন ঘোষ।

পুলিশকর্মীর

● প্রথম পাতার পর

করেছেন। চালক পালিয়ে গেলেও জিরানিয়া থানার পুলিশ গাড়ির চালককে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।এ ব্যাপারে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।গাড়ি চালকের দ্রুতগামীতা-ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।উল্লেখ্য খয়ের পুর বাশবাজার সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে প্রায় সময়ই যান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশি ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বলে স্থানীয় জনগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। খয়ের পুর এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে গত কয়েকদিন ধরে অনুপ ওরাং নামে ওই যুবক নিখোঁজ ছিল।

কিভাবে তার মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা না গেলেও প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।সুন্দর তিলাওয়াত পোস্টের পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই মৃত্যুর রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ।চা বাগান এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে এ ঘটনার তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য চা বাগান শ্রমিকসহ স্থানীয় জনগণ জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

পথ অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বোঝাইকরতেগিয়েও সকলকে অসুবিধার সম্মুখিন হতেহচ্ছে। বর্তমানে সারা রাজ্যজুরে ব্যাপক পরিমানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়াহয়েছে। সঠিকভাবে বালি সরবরাহনাহলে ঘর নির্মানে সকলকে বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিনহতবে। তাই সকলে চাইছে এইবিষয়ে রাজ্যসরকার যেনবিশেষ নজরদেন। অবরোধের পরবর্তীসময় বনদপ্তরের কর্মীথেকে শ্রমিকরা ও যান চালকরদের জানানোহয় আগামীকাল জেলার বনআধিকারিকের উপস্থিতিতে সমস্তবিষয়ে আলোচনাকরাহবে।

এইকথাজানতেপের শ্রমিকরা ও যানচালকরা পথ অবরোধমুক্তকরে। উনারা সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে জানান এই সমস্যার সমাধাননাহলে উনারা আগামীদিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন। এখন দেখার বিষয় রাজ্যে উন্নয়নের ধারা বজায়রাখতে বনদপ্তর কিপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষক কল্যাণে নানা সুযোগ সম্পসারণের পাশাপাশি কর্মচারীদের স্বার্থেও ডিএ, অ্যাডহক পদোন্নতি সহ একাধিক সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। ক'ষিক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বিকাশে সবার আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, সম্পতি অকাল বর্ষণে কৃষকদের ক্ষতির সম্মখীন হতে হয়েছে। এই বিষয়টির প্রতি আন্তরিক দৃষ্টি রয়েছে সরকারের। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরা মাটি ও জলবায়ুর নিরিখে কৃষিক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কথা না থাকলেও বিগত দিনে কৃষকদের কল্যাণে আন্তরিকতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খরচ হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। কৃষি পরামর্শ পেতে এখন আর কৃষি আধিকারিকদের পেছনে বা কৃষি কার্যালয়ে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না কৃষকদের। কৃষক সহায়করা নিজেরাই পৌঁছে যাচ্ছেন জমিতে বা কৃষকদের কাছে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তার যথার্থ বিপণনেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে সরকার। সয়েল হেলথ কার্ড, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, কিষাণ সম্মান নিধি সহ গুচ্ছ পরিকল্পনার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। অর্গানিক ফার্মিং-র উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে সরকার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি স্নাতক সমিতির ১০ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক রাজীব ঘোষ ও সুজিত দাস প্রমুখ।

গেল বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সেটা মানুষ আজ দেখলেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পুরো বিষয়টা তুলে ধরব। তথ্যপ্রমাণ সহ হাই কোর্টে পেশ করব।' এর পরই গোটা পুরভোটের পুনর্নির্বাচন চেয়ে কমিশনে দরবার করার কথাও জানান শুভেন্দু।

এ দিন স্বাভাবিক ভাবেই শুভেন্দুর নিশানায় নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপুর বেলা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মিত্র ইন্সটিটিউশনে ভোট দেওয়ার পর আশ্বাস দিয়েছিলেন, কোনও অশান্তিতে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা প্রমাণ সহ তা দেখাতে পারলেই কঠোর পদক্ষেপ করা হবে। অভিষেকের সেই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, পুরো বিষয়টাই ওদের নেতৃত্বে হয়েছে। মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে ওরা।

এর আগে এদিন টুইট করে নির্বাচন কমিশনকে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা। তিনি অভিযোগ তোলেন, ”কমবেশি ১০০টি ওয়ার্ডে ভোট লুট করেছে তৃণমূল।” শুধু তাই নয়, কলকাতা পুলিশও সমানভাবে অপরাধী বলে মনে করেন তিনি।

রবিবার টুইটে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাসকে উল্লেখ করে তিনি লেখেন, ”কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল প্রতিটি বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে। কিন্তু, বসানো হলেও সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।” শুভেন্দুর কটাক্ষ, ”এইভাবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সৌরভ দাস। আপনি হয়তো বলতেই পারেন কোর্টের নির্দেশ মেনে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে। তবে সেগুলি কাজ করছে কি করছে না কে তা দেখতে যাচ্ছে!

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ”রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে ভোট লুট করেছে তৃণমূল।” শুধু রাজ্য নির্বাচন কমিশনকেই নয়, কলকাতা পুলিশকেও সমানভাবে অপরাধী বলে মনে করছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এদিন সকাল থেকেই ভোটকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ড। ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ উঠেছে বহু বুথে। এজেন্টদের বাইরে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, ”কমবেশি ১০০টি ওয়ার্ডে ভোট লুট করেছে তৃণমূল।”

শুভেন্দুর পাশাপাশি বুথের সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ রাখা নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা অমিত মালব্য। নিজের টুইট পোস্টে তিনি অভিযোগ করেছেন, ”বহু বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা স্টিকার দিয়ে আটকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।” এ নিয়ে একটি ভিডিয়ো তিনি টুইটারে পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সিসিটিভি ক্যামেরার সামনে স্টিকার আটকে দিচ্ছেন। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস।

সমিতির

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগ করা হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে নিয়মিত করার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্য বিদ্যুৎ যেসব কর্মচারীদের পাঁচ বছর পর নিয়মিত করার চুক্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদেরকে এখনো নিয়মিত করা হয়নি। বিদ্যুৎ নিগমের কর্মরত শ্রমিকরা অসহায় পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে।যাদের চাকরির মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে তাদেরকে অবিলম্বের নিয়মিত করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।এই দাবি পূরণ না হলে সংগঠন আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবে বলে গণঅবস্থান মঞ্চ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। স্বপন বাবু বলেন চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকরা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পরিবারে অভাব-অনটন অনাহার নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক সংস্থান তাদের নেই।ফলে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে শুরু করেছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। মৃত্যুর লাইন ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। বর্তমান সরকার চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তাদেরকে চাকরিতে বহাল করা হবে। অবিলম্বে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে সংগঠনের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিষয়ে বর্তমান সরকার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করে চলেছে বলেও তারা অভিযোগ করেছেন।সরকারকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।গন অবস্থানে উল্লেখিত দাবিগুলি পূরণে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করলে সংগঠন আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানানো হয়।

চুরি

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মোবাইল বিক্রয় কেন্দ্রের তালা ভাঙ্গা ও দরজা খোলা অবস্থায় দেখে দোকান মালিক খবর দেন। দোকান মালিক গোপাল দাস এসে লক্ষ্য করেন দোকানের ভিতরে সবকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে গেছে চোরের দল।

দোকান মালিক আরো জানান এর আগেও তার দোকানে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে। পরপর চুরির ঘটনায় তিনি রীতিমতো নিঃস্ব হয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আমতলী থানার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার কিংবা চোর আটক করার কোনো খবর নেই। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন বাজারে বর্তমানে পাহারাদারের কোন ব্যবস্থা নেই। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই চোরের দল প্রতিনিয়ত এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে।সেকের কোট বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল এর ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবসায়ী মহল থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

ক্রীড়া

ধোনি নন, বরং এই প্রাক্তন ক্রিকেটার ছিলেন আইপিএল-এ চেন্নাই দলের প্রথম পছন্দ

২০০৮ সালে আইপিএল যখন শুরু হয় তখন চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে) সই করিয়েছিল ভারতের তৎকালীন টি২০ অধিনায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে। সেই শুরু। বাকিটা রূপকথা। আইপিএল-এ অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিক জয় তাঁর নামে। চারটি খেতাব জিতেছেন। প্রথম মরসুম থেকে এখনও পর্যন্ত তিনিই সিএসকে-র অধিনায়ক। কিন্তু ধোনি নাকি চেন্নাই দলের প্রথম পছন্দ ছিলেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন অন্য এক ক্রিকেটারকে নিতে। এমনটাই জানালেন চেন্নাইয়ের হয়ে খেলা ধোনির প্রাক্তন সতীর্থ সুব্রহ্মন্যম বদ্রীনাথ।নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বদ্রীনাথ বলেন, "২০০৮ সালে সিএসকে ম্যানেজমেন্ট প্রথমে ঠিক করেছিল বীরেন্দ্র সহবাগকে নেবে। সহবাগের সঙ্গে কথা বলে তারা। কিন্তু সহবাগ জানিয়ে দেন, তিনি ছোট থেকেই দিল্লিতে খেলেছেন। তাই দিল্লির হয়েই তিনি খেলতে চান। সেই দাবি মেনে নেয় চেন্নাই।'বদ্রীনাথ জানান, সহবাগকে না পেয়ে সিএসকে নজর দেয় বাকি ক্রিকেটারদের দিকে। ২০০৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জেতেন ধোনি। তাই তাঁর দিকে নজর ছিল ম্যানেজমেন্টের। আইপিএল-এর নিলামে তাঁকে নিজেদের দলে নেয় সিএসকে। সর্বোচ্চ ছ'কোটি টাকা দিয়ে ধোনিকে নেয় চেন্নাই।অধিনায়ক হিসেবে প্রথম মরসুমে ফাইনালে উঠে হারতে হয় ধোনিকে। তবে ২০১০ সালে প্রথম বার ট্রফি জেতেন তিনি। পরের বছরও ধোনির হাতেই ট্রফি ওঠে। মাঝে দু'বছরের জন্য সিএসকে নির্বাসনে গেলে পুণে দলের হয়ে খেলেন ধোনি। ২০১৮ সালে হলুদ জার্সিতে ফিরে আসার পরে সে বছরই চ্যাম্পিয়ন হন তাঁরা। ২০২১ সালে চতুর্থ বারের জন্য ট্রফি জেতেন ধোনি।

শেষ চার নিশ্চিত, আজ মনপ্রীতদের প্রতিপক্ষ জাপান

এশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হকিতে সেমিফাইনাল খেলা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। রবিবার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হচ্ছে ভারতীয় দল। হকিতে জাপান নিশ্চয়ই হেলাফেলা করার মতো প্রতিপক্ষ নয়। যে কোনও দলকে চমকে দেওয়ার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। এশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জাপানের সেরা ফল ২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্থান অর্জন। ভারত এই প্রতিযোগিতাজিতেছেতিন বার।রবিবারও সকলের নজর থাকবে ভারতের তারকা হরমনপ্রীত সিংহের উপর। ড্র্যাগ-ফ্লিকারের দক্ষতা ভারতের সম্পদ এবং কোনও সন্দেহ নেই জাপানের রক্ষণের কাছে তিনিই সব চেয়ে বড় ত্রাস হতে চলেছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও ৩-১ জয়ে দু'টি গোল করেছেন হরমনপ্রীত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পেনাল্টি কর্নার থেকে খুব সাফল্য আদায় করতে না পারলেও পাকিস্তান ম্যাচে অসাধারণ খেলেছিলেন। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করায় বিশেষজ্ঞ হরমনপ্রীত এবং জাপানের প্রধান লক্ষ্য থাকবে ভারতের সেরা অস্ত্রকে শান্ত রাখার। অন্য দিকে, জাপান সব চেয়ে বেশি করে তাকিয়ে থাকবে তাদের অধিনায়ক সেরেন তানাকার দিকে। ২৮ বছর বয়সী সব চেয়ে অভিজ্ঞ নন কিন্তু প্রতিভার জোরে এখনই অধিনায়ক। জাপানের হকি দলের ইঞ্জিন বলা যেতে পারে তাঁকে। গোল করার সুযোগ তৈরি হবে তাঁর স্টিকেই। ২০১৮-তে জাপানের যে হকি দল এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছিল, তার সদস্য ছিলেন তানাকা। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পাঁচটি গোল করে আয়োজক দেশের সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন তিনিই।প্রতিযোগিতায় খুব ভাল শুরু করতে না পারলেও পর-পর দু'টো ম্যাচ জিতে দারুণ প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছে অলিম্পিক্সের ব্রোঞ্জজয়ীরা। বলা হচ্ছিল, টোকিয়োতে ঐতিহাসিক ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারতীয় দল। বহু দিন পরে হকি নিয়ে আগ্রহ ফিরেছিল মানুষের মনে। কিন্তু চলতি প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচে কোরিয়ার সঙ্গে ২-২ ড্র করায় সেই প্রত্যাশা কিছুটা ধাক্কা খায়। সেখান থেকে দারুণ ভাবে নিজেদের ফিরিয়ে এনেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। আয়োজক দেশ বাংলাদেশকে তাঁরা হারিয়েছেন ৯-০ গোলে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে শুক্রবার হারিয়েছেন ৩-১ গোলে। যদিও হকিতে পাকিস্তান আর আগের মতো শক্তিশালী দেশ নেই, তাদের সেই গৌরব অনেক দিনই অতীত। এই মুহূর্তে তিন ম্যাচে সাত পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে ভারত। কোরিয়া (৫), জাপান (২) এবং পাকিস্তান (১) পিছিয়ে রয়েছে তাদের থেকে। বাংলাদেশ এখনও কোনও পয়েন্ট অর্জন করতে পারেনি।সাম্প্রতিক ফর্মের বিচারে ভারতই এই প্রতিযোগিতায় ফেভারিট হিসেবে খেলতে নেমেছে। প্রথম ম্যাচের জড়তা কাটিয়ে সেই ফেভারিট তকমার প্রতি সুবিচার করাও শুরু করেছে। কোরিয়ার বিরুদ্ধে ড্র তাদের জাদিয়ে তুলতে পেরেছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ থেকেই অনেক বেশি আগ্রাসী শরীরী ভাষা নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও সেই আধিপত্য দেখা গিয়েছে। তবে ম্যাচের শেষের দিকে পাকিস্তান যে ভাবে আক্রমণ শানিয়েছিল, তা সতর্কবার্তা ভারতীয় রক্ষণের জন্য।ললিত উপাধ্যায়, আকাশদীপ সিংহ এবং দিলপ্রীত সিংহকে নিয়ে তৈরি ভারতীয় আক্রমণ ভাগ ঝড় তোলার ক্ষমতা রাখে। মাঝমাঠ সামলানোর দায়িত্বে অধিনায়ক মনপ্রীত সিংহ। গোলরক্ষক সূরজ কারকেরাও দারুণ ছন্দে আছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশেষ করে তিনি দুর্ভেদ্য প্রহরী হয়ে উঠেছিলেন। সাম্প্রতিকতম রেকর্ডওভারতের দিকে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুশীলনে নেমে পড়লেন কোহলীরা, নতুন খেলায় মাতল ভারতীয় দল

দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়ল ভারতীয় দল। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে শনিবারই ছিল তাদের প্রথম অনুশীলন। সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেছে বিসিসিআই।

জোহানেসবার্গের সুপারস্পোর্ট পার্কে কোচ রাহুল দ্রাবিড় এবং অধিনায়ক বিরাট কোহলীকে দেখা যাচ্ছে 'ফুটভলি' খেলতে।কোহলী নিজেও একটি ছবি পোস্ট করেছেন ইনস্টাগ্রামে। সঙ্গে লিখেছেন, 'প্রথম সেশনের অনুশীলন শেষ।' ছবিতে কোহলীর সঙ্গে উমেশ যাদব, মহম্মদ সিরাজ, ইশান্ত শর্মা, জয়ন্ত যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং চেতেশ্বর পুজারাকে দেখা গিয়েছে।ভিডিয়োয় প্রথমে কোহলী, দ্রাবিড়কে দৌড়তে দেখা যাচ্ছে। এরপর তাঁরা শরীরচর্চা করেন। তারপরেই একে অপরের বিরুদ্ধে ফুটভলি খেলায় মত্ত হয়ে পড়েন। ফুটভলি খেলা অনেকটা টেনিসের মতোই। এখানে টেনিসের মতোই মাঝখানে একটি নেট থাকে। তার দু'দিকে থাকেন খেলোয়াড়রা। হাত বাদে শরীরের যে কোনও অংশের সাহায্যে ফুটবলকে ও পারে পাঠানোই নিয়ম।আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে সেঞ্চুরিয়নে প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে। কোহলীরা জোহানেসবার্গে একটি রিসর্টে রয়েছেন। করোনার জন্য কড়াকড়ির কারণে সেখানে ভারত ছাড়া আর কোনও দল নেই।

ভারতীয় ক্রিকেটের বড় পদে বসতে চলেছেন শচীন? বিরাট বিতর্কের মধ্যেই ইঙ্গিত সৌরভের

বোর্ড সভাপতি বনাম টেস্ট অধিনায়ক বিতর্কে ভারতীয় ক্রিকেট এখন বিতর্কের উর্বর জমি। বিরাট এবং সৌরভের মধ্যেকার গোলা ছোঁড়াছুঁড়ি আপাতত বন্ধ হলেও একটা কী হয়, কী হয় পরিস্থিতি ভারতীয় ক্রিকেট মহলে এখনও বিদ্যমান। এরই মধ্যে বড়সড় ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআই সভাপতির ইঙ্গিত, আগামী দিনে হয়তো ভারতীয় ক্রিকেটে বড়সড় কোনও পদে দেখা যেতে পারে খোদ শচীন তেণ্ডুলকরকে। অবসর নেওয়া ইস্তক গত আট বছরে সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে শচীন যুক্ত হয়েছেন মাত্র একবার। তাও বছর ছয়েক আগে বোর্ডের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসাবে কোচ বাছার কাজে। সেই উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ছিলেন আজকের বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর ভিভিএস লক্ষ্মণও। কিন্তু পরে স্বার্থের সংঘাতে বিদ্ধ হয়ে এই তিনজনকেই পদ ছাড়তে হয়। তারপর আইপিএলের দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মেন্টর হিসাবে কাজ করলেও বিসিসিআইয়ের ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি শচীনকে।কিন্তু এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ ইঙ্গিত দিলেন, তিনি সুযোগ পেলে ভারতীয় ক্রিকেটের মূলধারায় শচীনকে যুক্ত করতে চান। বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, "শচীনের ব্যাপারটা আলাদা। ও এসবের মধ্যে জড়াতে চায় না। কিন্তু আমি জানি শচীন যদি ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে কোনওভাবে যুক্ত হতে পারে, তাহলে সেটার থেকে ভাল কোনও খবর হতেই পারে না। কোনও না কোনও সময় ও নিশ্চয়ই ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত হবে। তবে কীভাবে, সেটা ভেবে দেখতে হবে।" তবে, শচীনকে বোর্ডের কোনও দায়িত্ব দেওয়া যে সহজ ব্যাপার নয়, সেটাও মেনে নিয়েছেন সৌরভ। তিনি বলছেন, "সৌরভকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া সহজ নয়। কারণ সেক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে স্বার্থের সংঘাত। এই সংঘাত শব্দটি আজকাল সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে যাচ্ছে। কখনও কারণে, কখনও অকারণে। সব ব্যাপারে এই সংঘাত শব্দটি জড়িয়ে দেওয়াটা বিরক্তিকর বলেই আমি মনে করি।প্রসঙ্গত, সৌরভ বিসিসিআইতে আসার পর তাঁর একসময়ের সতীর্থ রাহুল দ্রাবিড় ভারতীয় দলের হেডকোচ হয়েছেন। তাঁরই আরেক সতীর্থ ভিভিএস লক্ষ্মণ হয়েছেন ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর। এবার বন্ধু শচীনকেও সৌরভ কোনও পদ দেন কিনা সেটাই দেখার।

কোচ নিয়ে সবুজ-মেরুনের পথে কি লাল-হলুদও, দিয়াস নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে শীঘ্রই

পালতোলা নৌকার গায়ে যে ঝোড়ো হাওয়া লেগেছে, তার কিছুটা এ বার লাগল মশালেও। শনিবার এটিকে মোহনবাগানের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন আন্তোনিয়ো লোপেস হাবাস। আইএসএল-এ খুব ভাল ছন্দে নেই এসসি ইস্টবেঙ্গলও। চাপ বাড়ছে তাদের স্প্যানিশ কোচ ম্যানুয়েল দিয়াসের উপরও।ইস্টবেঙ্গলের কোচ সম্পর্কে জানতে আনন্দবাজার অনলাইনের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় শ্রীসিমেন্টের কর্ণধার হরিমোহন বাঙুরের সঙ্গে। তিনি বলেন, "আমি এই বিষয়ে কথা বলব না।" সূত্রের খবর, এসসি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই কোচের সঙ্গে কথা বলেছেন। দলের খেলায় খুশি নন তাঁরা। শেষ ম্যাচে যে ভাবে দিয়াস দলকে খেলিয়েছেন তা নিয়েও খুশি নন তাঁরা। এই নিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। হয়ত সোমবারই কিছু একটা জানাতে পারে এসসি ইস্টবেঙ্গল।আইএসএল-এ লিগ টেবিলের একদম শেষে ইস্টবেঙ্গল। এখনও অবধি এ বারের প্রতিযোগিতায় কোনও জয় পায়নি তারা। দল নিয়ে সমর্থকদের মনেও ক্ষোভ বাড়ছে। মাত্র চারটি ম্যাচে জিততে না পেরে হাবাস মোহনবাগানের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ায় তা আরও কিছুটা বেড়ে গিয়েছে।নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল কোচ যে ভাবে খেলোয়াড় পরিবর্তন করেছেন তা নিয়েও ক্ষোভ রয়েছে শ্রী সিমেন্ট কর্তাদের মধ্যে। এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও দিয়াসের মাথাতেও যে খাঁড়া ঝুলছে তা বলাই যায়। তাঁকে নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় এসসি ইস্টবেঙ্গল সেই দিকেই নজর সকলের।

খেলাধুলোয় কি কমতে চলেছে ডোপিংয়ের ঘটনা?

কড়া আইন আনতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারযত দিন যাচ্ছে, বিভিন্ন খেলাধুলোয় ডোপিংয়ের ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে। ক্রিকেট থেকে ফুটবল, কুস্তি থেকে ভারোত্তোলন, সব খেলাতেই দেখা যাচ্ছে ডোপিংয়ের নিদর্শন। এই ঘটনা কমাতে কড়া বিল আনতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক।সম্প্রতি লোকসভায় এই সংক্রান্ত বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। জাতীয় ডোপ বিরোধী সংস্থা (নাডা) এবং জাতীয় ডোপ পরীক্ষাগারের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার ভাবনাচিন্তা রয়েছে। পাশাপাশি এই দুই সংস্থার কাজের কাঠামো ঠিক করে দিতে চাইছেন তিনি। পাশাপাশি, খেলাধুলোয় ডোপিংয়ের ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানোর জন্য একটি জাতীয় স্তরের বোর্ড গঠনেরও ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে নাডাকে বেশ কিছু ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমন, ডোপিংয়ের নিয়ম ভাঙার ক্ষেত্রে তদন্ত, শাস্তি দেওয়া, শৃঙ্খলাবিধি ভাঙার অভিযোগে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হবে তাদের। পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগে পরীক্ষা, নমুনা সংগ্রহ এবং প্রকাশ্যে তথ্য আনার ক্ষমতাও দেওয়া হতে পারে।কলকাতার কাপজয়ী অধিনায়ককে মেন্টর করল নতুন আইপিএল দল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার লখনউকোচের পর এ বার মেন্টরও নিয়োগ করে ফেলল আইপিএল-এর নতুন দল লখনউ। কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরকে মেন্টর করে নিয়ে এলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। শনিবারই এই ঘোষণা করা হয়েছে।কলকাতাকে নেতৃত্ব দিয়ে ২০১২ এবং ২০১৪ সালে কাপ জেতান গম্ভীর। কলকাতায় খেলার আগে এবং পরে দিল্লি দলের হয়ে খেলেছেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার আগরতলায় পরমার্থ সাধক সংঘের উদ্যোগে গীতা যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

কল্যাণপুরের উপজাতি জনপদে পুলিশের অভিযানে বন্ধ গানের জলসা ও জুয়ার আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ ডিসেম্বর।। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর সাঁড়াশি অভিযানে বন্ধ হল গানের জলসা এবং জুয়ার আসর। প্রাপ্ত খবরে পুলিশ সূত্রে জানা যায় শনিবার রাতে কল্যাণপুর থানা এলাকায় উপজাতি জনপদ পাগলা বাড়ি এলাকায় ছিল গানের জলসা এবং রমরমা জুয়ার আসর। রাতেই খবর পেয়ে গানের জলসা এবং জুয়ার আসর বন্ধ করতে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরন জমাতিয়া এবং কল্যাণপুর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি-ইন্সপেক্টর শুভ্রাংশু ভট্টাচার্যী এস আই প্রিয় রঞ্জন সাহা সহ পুলিশ টি এস আর বাহিনী। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর নেতৃত্বে এই সাঁড়াশি অভিযানে সাফল্য আসে। কেননা বর্তমান সময়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। উচ্চস্বরে সাউন্ড বাজানো নিষেধ কেননা ক্ষতি হবে পরীক্ষার্থীদের। এই খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। পুরুষের এমন অভিযানকে অনেকেই সাধুপাত জানান। পাগলা বাড়ি এলাকায় বেশ জমিয়ে চলছিল গানের জলসা। এমন গানের জলসা বসাতে কল্যাণপুর থানা থেকেও কোনো পারমিশন নেওয়া হয়নি বলে পুলিশ আধিকারিক জানান। সবমিলিয়ে খুশি সাধারণ অংশের মানুষ। গানের জলসা কে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর থানা এলাকার বিভিন্ন উপজাতি জনপদে রমরমা জুয়ার আসর বন্দে এমন অভিযান জারি থাকবে বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরন জমাতিয়া।

রাজস্থানের জোবনেরে পারদ পৌঁছল -৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : উত্তর ভারত থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসের আকারে শৈত্যপ্রবাহ পুরো মরুভূমিকে গ্রাস করেছে। শৈত্যপ্রবাহের প্রাদুর্ভাবের কারণে রাজ্যের অনেক জায়গায় বরফের স্তর জমে গেছে। জয়পুরের জোবনের শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখন পর্যন্ত সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। রবিবার প্রথমবারের মতো নগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ৫ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

শৈত্যপ্রবাহের কারণে পৃথিবীতে সাদা চাদর বিছানো শুরু হয়েছে। পারদ হিমাঙ্ক পেরিয়ে গেছে। শনিবারের মতো অনেক জেলায় রবিবারও তাপমাত্রা মাইনাস রেকর্ড করা হয়েছে। জয়পুরের জোবনের শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখন পর্যন্ত সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। নগরীতে প্রথমবারের মতো তাপমাত্রা মাইনাস ৩৫ ডিগ্রিতে পৌঁছেছে।

আবহাওয়া দফতর আজ রাজ্যের ৫টি জেলায় চরম শৈত্যপ্রবাহের জন্য একটি কমলা সতর্কতা জারি করেছে। এর সঙ্গে ২০টি জেলায় শৈত্যপ্রবাহ সম্পর্কে একটি হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

বিভাগটি আলওয়ার, ভিলওয়ারা, ঝুনঝুনু, সিকর এবং চুরু জেলায় চরম শৈত্যপ্রবাহের জন্য একটি কমলা সতর্কতা জারি করেছে, অন্যদিকে বারান, বুন্দি, চিতোরগড়, জয়পুর, দৌসা, ভরতপুর, ধোলপুর, করৌলি, কোটা, সাওয়াই মাধোপুর, প্রতাপগড়, টঙ্ক, সেখানে। বিকানের, হনুমানগড়, শ্রীগঙ্গানগর এবং নাগৌর জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে।

অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে ১৫০ রোগীকে অ্যাডভানসড রেডিও থেরাপি ট্রিটমেন্ট পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে গত ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৫০ জন ক্যান্সার রোগীর লিনিয়ার অ্যাকসিলারেটর মেশিনের মাধ্যমে অ্যাডভানসড রেডিও থেরাপি ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। প্রফেসর পি কে মাইতির তত্ত্বাবধানে এ পর্যন্ত ১০২ জন আইএমআরটি এবং ৪৮ জন থি-ডি সিআরটি পরিষেবা লাভ করেছেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ গৌতম মজমদার রেডিও থেরাপি টিমের এই শ্রমসাধ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য এবং কাজের প্রতি অদম্য স্প'হাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রেডিও থেরাপি টিমে ১০ জন রেডিয়েশন অঙ্কোলজিস্ট, পাঁচজন মেডিকেল

ফিজিসিস্ট ও আটজন রেডিও থেরাপি টেকনোলজিস্ট কর্মরত রয়েছেন।

আইএমআরটি এবং থি-ডি সিআরটি ছাড়াও তাঁরা বেকি থেরাপি এবং কোবাল্ট থেরাপি রোগীদের প্রদান করছেন। প্রতিদিন প্রায় ১০০ জনের উপর রোগীদেরকে রেডিয়েশন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে রেডিও থেরাপি ট্রিটমেন্টের জন্য বহির্রাজ্যে ক্যান্সার রোগীদের রেফার করার প্রয়োজন হয় না। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সিপাহী জলা জেলা কমিটির উদ্যোগে বিশালগড়ে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ ডিসেম্বর।। রবিবার দুপুর ১২ টায় বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সিপাহীজলা জেলা মনিটরিং সেলের উদ্যোগে বিশালগড় কড়ইমুরা ছায়া নট হলে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি এবং উদ্বোধক হিসেবে ত্রিপুরা প্রদেশ মনিটরিং সেলের অন্যতম সদস্য তথা সিপাহীজলা জেলা প্রভারি বিপুল দে, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা মনিটরিং সেলের অন্যতম সংযোজক টিংকু দেবনাথ, সহ অন্যান্যরা। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সিপাহীজলা জেলা মনিটরিং সেলের উদ্যোগে বিশালগড় পৌর পরিষদের বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের ৫ জনের কমিটি গঠন করা হয়।

প্রথমেই বিশালগড় ছায়ানট হলে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সিপাহীজলা জেলা মনিটরিং সেলের অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন মনিটরিং সেলের অন্যতম সদস্য বিপুল দে, বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অতিথিরা, অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার মনিটরিং সেল অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাপস সাহা , সত্য রঞ্জন সাহা, প্রবীর দেববর্মা, সুবীর দত্ত, অজয় চৌধুরী, বিপ্লব দাস, মোট১০জন প্রতিনিধি। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সিপাহীজলা জেলা মনিটরিং সেলের সংযোজক টিংকু দেবনাথ আলোচনা করতে গিয়ে বলেন বিগত সরকারের আমলে আমরা যারা কর্মচারী ছিলাম সেই সময়ে আমরা কোন ধরনের সম্মান পায় নি, নতুন সরকার আসার পর কোভিদ পরিস্থিতিতে আমাদের স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা যেভাবে কাজ করেছেন তাদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, আমরা চাই আগামী দিনেও রাজ্যের যে রাষ্ট্রবাদী সরকার চলছে তাদের যে উন্নয়নের ধারা সে ধারা সাথে আমরাও সামিল হই।

এছাড়া আলোচনা করেন ত্রিপুরা প্রদেশ মনিটরিং সেলের সদস্য বিপুল দে তিনি বলেন বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কার্যকর্তা তৈরি হচ্ছে। বিবেকানন্দ বিচারমঞ্চ সামাজিক সংগঠন এখানে নেতা তৈরি করে না, সেখানে কার্যকর্তা তৈরি করা হয়, আমি যেমন একটা সাধারণ কার্যকর্তা ঠিক আপনিও একজন সাধারণ কার্যকর্তা, আমার যেমন আই কার্ড নেই আপনার আই কার্ড নেই, তাই আমরা কেউ নেতা হতে চাই না আমরা সাধারণ কার্যকর্তা হিসাবে কাজ করতে চাই সারা রাজ্যে। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক বাড়িতে ঢোকার জন্য সহযোগিতা করুন আমরা সকলের বাড়িতে যাব। বিগত দিনে অনেক শ্রমিক সংগঠন দেখেছিলাম কর্মচারীদের শোষণ করেছে, মিছিল-মিটিংয়ের নামে ধান্দাবাজি করে টাকা তুলেছে, কিন্তু আমাদের সংগঠন রাষ্ট্রবাদী সংগঠন চাঁদার প্রয়োজন নেই, স্বাধীনভাবে আমরা সকলকে নিয়ে কাজ করতে চাই বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ তাই আসুন সকলে মিলে বিবেকানন্দের বিচার মঞ্চে অংশগ্রহণ করি।বিশালগড় পরিষদের মনিটরিং সেল পাঁচজনে কমিটি গঠন করা হয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এইভাবে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ সামাজিক সংগঠন তৈরি হবে সকলের সহযোগিতা করুন।

বন্য হাতির তান্ডবে অতিষ্ঠ তেলিয়ামুড়ার কৃষ্ণপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ ডিসেম্বর।। বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী। সন্ধ্যা হতেই আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে রাত করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর এর অধীন উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকা জুড়ে। সংবাদে প্রকাশ শনিবার সারারাত ব্যাপী এমনকি রবিবার সকাল পর্যন্ত বন্য দাঁতাল হাতি উন্মুক্ত উন্মুক্ত তাণ্ডব চালায় গোটা কৃষ্ণপুরের বিভিন্ন এলাকায়। সারা রাতব্যাপী বন্য দাঁতালের এই তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি। বন্য দাঁতাল হাতিটি গতকাল রাতে হঠাৎ জনবসতিতে চলে আসে এবং কৃষ্ণপুরের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের বাড়ি ঘরে ঢুকে বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায় এমনকি কিছুদিন পূর্বে গড়ে তোলা ধান এবং চালের বস্তা টেনে নিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। শনিবার রাতের এই ঘটনায় রবিবার গোটা দিনব্যাপী সংশ্লিষ্ট এলাকার এলাকাবাসীদের মধ্যে যেন এক প্রকার ভয়ের পরিস্থিতি কায়েম ছিল। রবিবার সন্ধ্যা হতে না হতেই বন্য দাঁতালের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ গোটা কৃষ্ণপুর এলাকার এলাকাবাসীরা। গতকাল বন্য দাঁতালের তাণ্ডবে সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িঘরের দিন গুজরান করার প্রয়োজনীয় সামগ্রী টুকুও নষ্ট করে দেয় বন্য দাঁতালটি এমনকি তাদের ভাত রান্না করে খাওয়ার চাল টুকু পর্যন্ত নেই বেশ কয়েকটি পরিবারের। কৃষ্ণপুর এলাকার এলাকাবাসীরা জানায় যে কীভাবে তারা রবিবার সারা রাত্রি গুজরান করবে। ভয়ের মধ্যে রয়েছে গোটা কৃষ্ণপুর এলাকার জনগণ।এখন এটাই দেখার বিষয় কৃষ্ণপুর এলাকাটি বন্য দাঁতালের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে বনদপ্তর কী ভূমিকা গ্রহণ করে। নাকি শনিবার রাতের মত রবিবারও বন্য দাঁতাল এসে গৃহস্থের সর্বস্ব শেষ করে দিয়ে যাবে। এমন হইতেই আতংকে রয়েছে গোটা গ্রামবাসীরা।

এসপিও পদে ইন্টারভিউ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে এস পি ও -র চাকুরিতে নিয়োগ করার লক্ষ্যে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে খোয়াই জেলায়। চাকুরিপ্রার্থী আবেদনকারীদের জমা দেওয়া প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক বিভিন্ন কাগজপত্রাদি তেলিয়ামুড়ায় এবং খোয়াই জেলা পুলিশ লাইনে যাচাই বাছাই করে দেখা হয়।এ উপলক্ষ্যে খোয়াইয়ের ধলাবিলে অসায়ী পুলিশ লাইনে বসে সারাদিনের জন্য শিবিব।চাকু বিপ্রাথী আবেদনকারীরা এদিন শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিজেদের কাগজপত্রাদি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে নেন।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সেনগুপ্ত সহ খোয়াই ও চাম্পাহাওর থানার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারেরা। জেলা পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমারকে জানান জেলার পাঁচটি থানায় ১২০২ টি আবেদনপত্র জমা পড়ে। তার মধ্যে পুরুষ ৯৬৮ এবং মহিলা ২৩৪ জন।

উদয়পুরে দল বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯শে ডিসেম্বর।। উদয়পুর তথা ৩১ রাধাকিশোরপুর বিধান সভা কেন্দ্রে প্রতিদিনই যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।ভাজপা ৩১নং রাধাকিশোরপুর মন্ডলের ৮নং শক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে আজ সেই ধরনের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় উদয়পুর ছাতারিয়ায়। এই যোগদান সভায় বিরোধী বিভিন্ন দলের ১৮ পরিবারের ৪৯ জন ভোটার ভাজপা দলে যোগদান করেন। বিভিন্ন দল থেকে ভাজপা দলে আগত নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে ভাজপা দলে বরণ করে নেন রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়। এই যোগদান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাজপা রাধাকিশোরপুর মন্ডল সভাপতি প্রবীর দাস, ভাজপা সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা প্রভারি কাকন মিয়া, টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারপারসন ঝর্না রানী দাস, ভাজপা গোমতি জেলা সহ-সভাপতি জিতেন মজুমদার , নন্দদুলাল বনিকসহ অন্যান্য নেতৃবর্গ। এই যোগদান সভায় ভাজপা দলীয় কর্মী সমর্থক ও উপস্থিত জনগণের সামনে বক্তারা বিগত বাম জামানার বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতে স্বজন পোষনের উল্লেখ করেন।

উত্তর জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তের আকাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর।। উত্তর জেলা হাসপাতাল এর ব্লাড ব্যাংকে রক্তের আকাল চলছে। প্রতিদিন ১৫ ইউনিট করে রক্তের প্রয়োজন। তখন রক্তের এই হাহাকার রোধ করতে এগিয়ে এসেছে উত্তর জেলা ওপেন ইউনিট এন এস এস। বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে ধর্মনগর রাজবাড়ি গোল্ডেন পিক নার্সারি স্কুলে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে ওপেন এন এস এস ইউনিটের সদস্য সদস্যারা। মোট ২৬ জন তাদের অমূল্য রক্তদান করে। সংগৃহীত রক্তের মধ্যে মধ্যে ১৯ জন ছেলে এবং ৬ জন মেয়ে রয়েছে।

ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের ধর্মনগর শাখা এদেরকে যথাযোগ্য সহায়তা করে। তাদের অবদানকে মনে রাখার জন্য এবং রক্তদানে ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতবর্ষের মধ্যে যে একটা সুনাম রয়েছে তা অক্ষত রাখতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। ধর্মনগর ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের সদস্যরা এনএসএস ওপেন ইউনিটের এই শিবিরকে ভুয়সি প্রশংসা করে।এই শিবিরে প্যাথলজিতে এমডি করে আসা জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক শ্যামলিমা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

কাশ্মীরে যৌথবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াই জঙ্গিদের, খতম জইশের ১ জেহাদি

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স) : আবারও গুলির লড়াইয়ে কেঁপে উঠল ভূস্বর্গ। রবিবার জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ হয়েছে কুখ্যাত পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের এক জঙ্গি।

কাশ্মীর পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার ভোররাতে শ্রীনগরের হারওয়ান অঞ্চলে গুলির লড়াই শুরু হয়। যৌথ বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলি বিনিময় হলে এক জঙ্গির মৃত্যু হয়। এলাকা এখনও ঘিরে রেখেছে সেনা ও পুলিশ। চলছে তল্লাশি।

উল্লেখ, বৃহস্পতিবারই উপত্যকা অঞ্চলে জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য পেয়েছিল বাহিনী। কুলগামে হিজবুল মুজাহিদিন জেহাদি গোষ্ঠীর দুই জঙ্গি নিকেশ হয় যৌথ বাহিনীর গুলিতে।

দিনকয়েক আগে জঙ্গিহানায় শহিদ হয়েছেন দুই পুলিশ কর্মী। জখম অন্তত ১২। এর পর থেকেই আরও জোরদার হয়েছে কাশ্মীরের জঙ্গিদমন অভিযান। সূত্রের খবর, কুলগামের রেডওয়ানি এলাকায় জেহাদিরা আত্মগোপন করে রয়েছে বলে খবর পায় পুলিশ। গোপনে অভিযান চালানো হয়। ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। গা ঢাকা দেওয়া জেহাদিদের আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয় যৌথবাহিনী। এরপর ফের রবিবার উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হল শ্রীনগরে।

উত্তরপ্রদেশে শুরু বিজেপির 'জন বিশ্বাস যাত্রা', উপস্থিত শীর্ষ নেতারা

লখনউ, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.) : আজ রবিবার উত্তরপ্রদেশের বিজনৌর, মথুরা, ঝাঁসি, গাজিপুর, আম্বেদকর নগর এবং বালিয়া ছ'টি শহর থেকে শুরু হচ্ছে বিজেপির 'জন বিশ্বাস যাত্রা'। আর কয়েকমাস পরেই ভোট হবে উত্তরপ্রদেশে। তার আগে এদিন আম্বেদকর নগর থেকে বিজেপির যাত্রার সূচনা করবেন দলের সভাপতি জগৎ প্রকাশ নড্ডা।

মথুরা থেকে যাত্রার সূচনা করবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ঝাঁসিতে উপস্থিত থাকবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেই যাত্রা শেষ হবে কানপুরে। বিজনৌরের বিদুরকুটি থেকে যাত্রার সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। সেই যাত্রা শেষ হবে রামপুরে।

বালিয়া থেকে যাত্রার সূচনা করবেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সেই যাত্রা শেষ হবে বস্তি এলাকায়। ষষ্ঠ যাত্রার সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। গাজিপুর থেকে শুরু হয়ে সেই যাত্রা শেষ হবে স্মৃতির নির্বাচন কেন্দ্র আমেথিতে।

২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে ৪০৩ টি আসনের মধ্যে ৩১২ টি পেয়েছিল বিজেপি। সমাজবাদী পার্টি পেয়েছিল ৪৭ টি আসন। বহুজন সমাজ পার্টি পেয়েছিল ১৯ টি আসন। মাত্র ন'টি আসন পেয়েছিল কংগ্রেস।

শিয়ালদহে বোমাবাজি চিহ্নিত অভিযুক্তরা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর (হি.স.): শিয়ালদহে ৩৬ নং ওয়ার্ডে বুথের সামনে বোমাবাজির অভিযোগ। এদিন খান্না হাইস্কুলে বোমাবাজির ঘটনার পরপরই শিয়ালদহের টাকি হাইস্কুলের সামনে বোমাবাজির ঘটনা। ঘটনায় একজন গুরুতর জখম বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার ভোট গ্রহণ চলছে কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে। সকাল থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আসছে আশান্তির খবর। এরই মধ্যে শিয়ালদহে ৩৬ নং ওয়ার্ডে বুথের সামনে বোমাবাজির অভিযোগ। এদিন শিয়ালদহের টাকি হাইস্কুলের সামনে বোমাবাজির ঘটনা। বুথের সামনেই পর পর বেশ কয়েকটি বোমা মেরে পালায় দুষ্কৃতীরা। বোমাবাজিতে জখম হন তিন। নাম দীপু দাস, অর্পণ নন্দী,অমিত দত্ত। এদের মধ্যে একজন গুরুতর জখম বলে জানা গিয়েছে।তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ডিসিইএসডি প্রিয়ব্রত রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে যায় ঘটনাস্থলে। ডিসিইএসডি জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার্স সায়েন্টিস্ট এর উদ্যোগে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।